উৎসর্গ

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা
যাঁর প্রেমে আত্মহারা,
চক্রাকারে করিছে ভ্রমণ,

থাকি যিনি সর্ব্বস্থানে
সে সবারে প্রীতিদানে
রাসলীলা করেন রচন,

সসজ্জ প্রকৃতি দেবী
কৃতার্থ যাঁহারে সেবি,
সুমধুর যাঁর আলিঙ্গনে,

কি আমার আছে আর—
এই ক্ষুদ্র গীতিহার—
রাখিলাম তাঁহারি চরণে॥

ভূমিকা।

জয়দেবের কবিতা আদিরস-বহুল হইলেও বহুশতাব্দীর সমালোচনাস্রোত হইতে মস্তক উত্তোলন করত এক্ষণে আর বঙ্গীয় লেখনীর নিকট সমর্থনাকাঙ্ক্ষী নহে। যে প্রেমতরঙ্গে বিহ্বল হইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশে বিপুল প্রীতি ও ভক্তির ঝটিকা উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে আত্মবিস্মৃত হইয়া জীবন পর্য্যন্ত লবণাক্ত সলিলে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, জয়দেবের গীতিমালা সেইরূপ তরঙ্গশালিনী একটী কলনাদিনী তটিনী। যাঁহাদের এই স্রোতস্বতীতে অবগাহন করিবার অধিকার নাই, তাঁহাদের অদৃষ্ট বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তাঁহাদের নিকট সানুনয় প্রার্থনা—তাঁহারা যেন এই বৈষ্ণবকবির পবিত্র প্রেমবারিতে মনশ্চক্ষু প্রক্ষালিত করিয়া তাহার মলিনতা দূর হইলে তবে তাঁহার গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

জয়দেবের গ্রন্থে আত্মার আবেগ, সাধনা ও সিদ্ধি সকলই আছে। তাঁহার বাগৈশ্বর্য্য অতুল। ভগবৎপ্রীতিতে আর্দ্র হইয়া সেই বাক্যাবলী অধিকতর মধুরতা ধারণ করিয়াছে। কাব্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেরই এই শব্দসৌন্দর্য্য উপভোগের বিষয়। সভ্যতাভিমানী সুরুচির স্পর্দ্ধাকারী আধুনিক শিক্ষালোকপ্রাপ্ত

কপট বা অকপট মানবের অবজ্ঞার তর্জ্জনী এই সৌন্দর্য্যের বিলোপসাধনে অক্ষম। বায়রণের সমালোচনাকালে মনস্বী টেন্ লিখিয়াছেন,—"What will become now of Puritan prudery? Can the proprieties prevent beauty from being beautiful? Will you condemn a Titian for its nudity?" বলা বাহুল্য, জয়দেব ও বায়রণের মনোগত ভাবের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। স্বয়ং চৈতন্যদেব জয়দেবের পদাবলী আস্বাদন করিয়া পুলকিত হইতেন। অমরকবি মাই-কেল জয়দেবের "বদনে" "মাধবের রব"ই শুনিয়া গিয়াছেন।

জয়দেব খাঁটি বাঙ্গালী কবি এবং গীতগোবিন্দে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের পূর্ব্বাভাষ দৃষ্ট হয়। সুতরাং নানা কারণে 'গীতগোবিন্দ' বাঙ্গালীর আদরের সামগ্রী। এই গ্রন্থের "মধুর, কোমল, কান্ত পদাবলী" নানা বৈদেশিক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থের যে সকল অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহার কোনটীই সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আমি বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রচারে সাহসী হইয়াছি। অনুবাদগ্রন্থে মূলের শব্দমাধুর্য্য রক্ষিত হওয়া অসম্ভব। তবে এই অনুবাদে জয়দেবের অনেক শব্দ রক্ষা করার চেষ্টা করা গিয়াছে এবং পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থ পাদটীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাগ, তাল রক্ষার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা পাঠকগণেরই বিবেচনাধীন।

জয়দেব বর্ত্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়তীরস্থ কেন্দু-বিল্ব গ্রামে (বর্ত্তমান নাম কেন্দুলী) ভোজদেবের ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। জয়দেব সম্বন্ধে নানা অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে; সেই সকল উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়া এই ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি করা অনুবাদকের উদ্দেশ্য নহে। জয়দেবের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধেও নানাপ্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তিনি বঙ্গের শেষ হিন্দুনৃপতি লক্ষ্মণসেনের সময়ে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এই মতই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

জয়দেবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার জন্মভূমি কেন্দুলি গ্রামে প্রতিবৎসর পৌষসংক্রান্তি হইতে একটী মেলা বসিয়া থাকে এবং এখনও ভক্তবীর বলিয়া তিনি বৈষ্ণবসমাজে পূজিত। কেন্দুলি গ্রামে তাঁহার স্মৃতিজ্ঞাপক একটী মন্দিরও বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই গ্রন্থের সংশোধন, মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি যাঁহাদের নিকট সাহায্য ও উপদেশ পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

শুদ্ধিপত্র

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা	১৬	২
৪৭ ” ”	১১	১
” ” ”	১৩	৩

৪৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় “২। জড়িমা-জড়ভাব” লিখিত আছে উহা ৪৬ পৃষ্ঠার ৮ম ছত্রের “জড়িমা” শব্দের টীকাস্বরূপ পড়িতে হইবে।

শ্রীশ্রী

গীতগোবিন্দ

প্রথম সর্গ

"জলদ-পটলে মেদুর গগন,
তমাল-তরুতে শ্যামল কানন ;
যামিনীতে ভীত বনমালি-সনে,
যাও গো, রাধিকে, তুমিই ভবনে।"
শুনিয়া নন্দের নিদেশ এমন,
কুঞ্জদ্রুমপানে চলিলা দুজন।
কালিন্দীর কূলে কেলি নিরজনে
রাধামাধবের, অতুল ভুবনে।

১। মেদুর—স্নিগ্ধ। আকাশ মেঘমালায় স্নিগ্ধ। প্রথম শ্লোক জয়দেব কেবল স্বস্তিবাচনস্বরূপ লিখিয়াছেন। ইহার অর্থের সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির অর্থ সম্বন্ধ নহে।

বাসুদেব-রতি- কেলি-কথাময়
প্রবন্ধে গ্রথিত এই গীতিচয়,
পদ্মাবতী-পদে প্রধান চারণ
কবি জয়দেব করিল রচন,
চিত্ত-নিকেতন চিত্রিত যাহার
চরিত্র-মালায় বাক্য-দেবতার।

যদি হরির স্মরণে, রস পাও মনে,
পুলক—সেবনে বিলাসকলা,
শুন, মধুতে জড়িত, কোমল, ললিত,
জয়দেবকৃত এ পদমালা।

পল্লবে সাজান বাক্য উমাপতিধর;
শরণ দুরূহদ্রুত রচনে প্রখর;

৩। পদ্মাবতী—রাধিকা। পক্ষান্তরে জয়দেবের স্ত্রী।
চারণ—নর্ত্তক। নৃত্যাদিদ্বারা আরাধনাকারী।

৬। বাক্যদেবতা—বাক্যের দেবতা হরি।

৮। বিলাসকলা—বিলাসলীলাদি বিদ্যা।

১১। উমাপতিধর, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও ধোয়ী জয়দেবের সমসাময়িক কবি। জয়দেব ইহাঁদিগের সহিত আপনার গুণের তুলনা করিতেছেন।

গোবর্দ্ধনাচার্য্য-সম পরিমিত-লিপিক্ষম
শৃঙ্গার রসের কবি কেবা মনোহর ?
কবিকুলপতি ধোয়ী খ্যাত শ্রুতিধর
অভিজ্ঞ, সম্বন্ধবাক্যে বিশুদ্ধ ভাষায়,
একমাত্র জয়দেব কাব্যরচনায়।

প্রলয়-পয়োধিজলে, তরি-রূপে অবহেলে
ধ'রেছিলে বেদে দেহোপরে,
মীনকলেবরধর, জয় কেশিদৈত্যহর,
জয় জয় জগদীশ হরে।
বিশাল তোমার পৃষ্ঠে বিপুল ধরণী তিষ্ঠে,
ধারণের ক্ষত-চক্রোপরে,

৩। শ্রুতিধর—যে একবার শ্রবণ করিয়াই মুখস্থ করিতে পারে।

৮। কেশিদৈত্যহর—কেশিদৈত্য-বিনাশক—কেশব বা হরি।

১০। ধারণের ক্ষতচক্রোপরে—পৃথিবীর ঘর্ষণে উৎপন্ন ক্ষতের চক্রাকৃতি দাগের উপর।

কূর্ম্মকলেবরধর, জয় কেশিদৈত্যহর,
জয় জয় জগদীশ হরে।
শশাঙ্কে কলঙ্ককলা, সম ধরিত্রী সমলা
লগ্ন তব দশনাশখরে,
শূকরশরীরধর, জয় কেশিদৈত্যহর,
জয় জয় জগদীশ হরে।
কর-কমলের শৃঙ্গে হিরণ্যকশিপু-ভৃঙ্গে
দলিলে হে অদ্ভুত নখরে,
নরহরি রূপধর, জয় কেশিদৈত্যহর,
জয় জয় জগদীশ হরে।
কর পদনখনীরে, সবে পবিত্র,—বলিরে
ছলিলে হে বিক্রমের ভরে,
অদ্ভুতশরীরধর, জয় খর্ব্ব কেশিহর
জয় জয় জগদীশ হরে।
প্রশমিলে ভবতাপ, হরিলে ধরার পাপ
স্নানে ক্ষত্র-রুধির-নিকরে,
ভৃগুপতি-রূপধর, জয় কেশিদৈত্যহ
জয় জয় জগদীশ হরে।

৪। দশনশিখরে—দন্তাগ্রভাগে।

রম্য দশাননশির, কাম্য বলি দিক্‌পতির,
দশদিকে ফেলিলা সমরে,
শ্রীরাম-শরীরধর, জয় কেশিদৈত্যহর,
জয় জয় জগদীশ হরে।

পরি জলদাভ বাস, শুভ্রদেহে সুপ্রকাশ
যমুনা বা হলাঘাত-ডরে,
হলধর-রূপধর, জয় কেশিদৈত্যহর,
জয় জয় জগদীশ হরে।

নিন্দ যজ্ঞবিধি বেদ, দেখি পশুকুলচ্ছেদ,
অহো কিবা করুণা অন্তরে,
বুদ্ধের শরীরধর, জয় কেশিদৈত্যহর,
জয় জয় জগদীশ হরে।

ম্লেচ্ছকুলবধহেতু, করবাল-ধূমকেতু
করাল—ধরিবে নিজ করে।
সেই কল্কিদেহধর, জয় কেশিদৈত্যহর,
জয় জয় জগদীশ হরে।

১। কাম্য বলি দিক্‌পতির—দিক্‌পতিগণের বাঞ্ছনীয় উপহার। বলি—উপহার।

২। জলদাভ বাস—মেঘবর্ণ বস্ত্র।

ভবে সার, সুখপ্রদ, উদার, সর্ব্বশুভা
কবি জয়দেব স্তুতি করে ;
দশবিধ-রূপধর, শুন কেশিদৈত্যহ
জয় জয় জগদীশ হরে।

বেদে উদ্ধারিছ, জগতে বহি
উত্তোলিছ ভূমণ্ডলে,
দৈত্যেরে দলিছ, বলিরে ছলি
ক্ষত্রেরে নাশিছ বলে,

পৌলস্ত্যে জিনিছ, লাঙ্গল ধরি
বিতরিছ দয়া তব,
ম্লেচ্ছমূর্চ্ছাকারী, দশরূপধারী
নমি চরণে, মাধব।

কমলা-কুচমণ্ডলে বিরাজ, শোভ কুণ্ডলে
রম্য বনমালা গলে, জয় দেব শ্রী

১। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্য মুনির বংশধর, রাবণ।

ভানুমণ্ডলমণ্ডন, ভববন্ধনখণ্ডন,
মুনি-মানসশোভন, মরাল যথা সরে।

কালিয়নাগগঞ্জন, নিখিলজনরঞ্জন,
যাদব-কুলনন্দন, সূর্য্য যথা কমলে;
নরকমধুনাশন, মুরারে, গরুড়াসন,
দৈত্যারিকুল-দেবন, তোমারি কৃপাবলে।

অমল কমলদল তব নেত্র নিরমল,
সংসারমোচন-বল, ত্রিভুবনজনক,

১। ভানুমণ্ডলমণ্ডন—সূর্য্যমণ্ডলের ভূষণস্বরূপ। জয়দেব এ স্থলে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণের রূপ মনে করিতেছেন—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" ইত্যাদি নারায়ণের স্তব বিবেচ্য।

২। সরোবরে মরাল বা রাজহংস যেরূপ শোভা করে, সেইরূপ যিনি মুনির মনে শোভা সম্পাদন করেন।

৪। সূর্য্য যেরূপ পদ্মের, সেইরূপ যিনি যদুকুলের আনন্দদায়ক।

৫। নরক—অসুরবিশেষের নাম।

৬। দেবন—ক্রীড়া।

৭। কমলদল—পদ্মপত্র।

জনকসুতা-ভূষণ, তুমি হে জিতদূষণ,
রণভূমে দশানন- প্রশমন-কারক।

জানিও মন্দরধর, নবনীরদ-সুন্দর,
শ্রীমুখচন্দ্র-চকোর, মোরা পদে প্রণত ;
এ মঙ্গলোজ্জ্বলগীত করে জয়দেবে প্রীত,
প্রণতজনের হিত করিও হে সতত।

কুঙ্কুমরঞ্জিত রাধা-পয়োধর
যবে মধুরিপু পরিরম্ভপর,—
করয়ে অঙ্কিত সে কুচশেখর,
যেন প্রেমরাগে, যে বক্ষ তাঁর,
প্রবল অনঙ্গে সবলে তাড়িত,
সেই বক্ষদেশ, স্বেদাম্বুপ্লাবিত,
করুক নিয়ত যা কিছু ঈপ্সিত
থাকেরে অন্তরে, তোমা সবার।

৩। মন্দরধর—মন্দর-পর্ব্বতধারক (সমুদ্রমন্থন উপলক্ষে
৪। শ্রীমুখচন্দ্রচকোর—লক্ষ্মীর মুখচন্দ্রে চকোরপক্ষিস্বরূপ
৮। পরিরম্ভপর—আলিঙ্গনপরায়ণ।

বাসন্তী-কুসুম-সুকুমার-দেহযুতা,
বসন্তে কান্তারে ভ্রমি, বৃষভানুসুতা
করিলেন মাধবেরে বহু অন্বেষণ,
প্রখর অনঙ্গজ্বরে চিন্তাকুল মন।
ভ্রমণযন্ত্রণা তাহে বাড়িতে লাগিল ;
সঙ্গিনী সরসভাবে তাঁহাকে কহিল।

ললিত লবঙ্গলতা রঙ্গে আলিঙ্গিয়া
কোমল হয়েছে, দেখ, মলয় সমীর,
মধুকর-নিকরের ঝঙ্কারে মিলিয়া
কোকিল-কূজনে পূর্ণ নিকুঞ্জ কুটীর।

সরস বসন্তে, সখি, শ্রীমধুসূদন
এইখানে কোন স্থানে করেন বিহার,
যুবতীজনের সনে নৃত্যপরায়ণ ;
বসন্তে দুরন্ত ব্যথা বিরহীজনার।

প্রমত্ত-মদনতাপে বিলাপিছে আজি
পান্থবধূ বিরহিণী আপন ভবন,

২। বৃষভানুসুতা—রাধিকা।

১৬। পান্থবধূ—যাহার স্বামী পথে (স্থানান্তরে) গিয়াছে, এমন স্ত্রীলোক।

সঙ্কুল অলির কুলে, কুসুমের রাজি
বকুলকলাপে করে আকুল কেমন।

মৃগমদপরিমলে পরিপ্লুতকায়,
নবদলমালাশালী শোভিছে তমাল ;
যুব-জন-হৃদয়েরে বিদারিছে, হায়,
মনসিজ-নখরুচি কিংশুকের জাল।

বিকশিত কেশর-কুসুম মনোহর,
কনকের দণ্ড যেন কন্দর্প রাজার ;
পাটলি-পটলোপরি বসিছে ভ্রমর
মদন-তূণীর শোভা করিয়া তাহার।

লজ্জা-বিগলিত দেখি নিখিল ভুবন
তরুণ করুণ-তরু দেখ, সখি, হাসে ;
কুন্তমুখে বিরহীরে করি বিদারণ
দিগঙ্গনা-দন্তরুচি কেতকী বিকাশে।

৩। কস্তূরীর গন্ধে পরিপূর্ণ।

৮। মদনের নখের ন্যায় শোভাশালী পলাশপুষ্পসমূহ।

৯। পাটলিপটল—পাটলি-পুষ্পসমূহ।

১২। করুণ—বাতাবি লেবু। ১৩। কুন্ত—বল্লম।

মাধবিকা-পরিমলে বসন্ত ললিত ;
নবমালিকার গন্ধে বসন্ত বাসিত ;
মুনির মানস করে বসন্ত মোহিত,
অকারণ মৈত্রী তার তরুণ সহিত ।

স্ফূর্ত্তিযুক্ত অতিমুক্ত-লতা আলিঙ্গনে
পুলকিত হয়ে, দেখ, মুকুলিত চূত ;
বিপিনে আছেন হেথা কৃষ্ণ বৃন্দাবনে,
যমুনার ব্যাপ্ত জল করে যারে পূত ।

মদনবিকারসহ একত্র মিলনে,
সরস বসন্তকালে বনের বর্ণন,
প্রকাশ করিয়া কবি জয়দেব ভণে,
সার যাহে শ্রীহরির চরণস্মরণ ।

কেতকী-সৌরভ মাখি, দেখ, প্রভঞ্জন
অর্দ্ধস্ফুট-মল্লিকা-লতিকা-রেণু লয়ে,
বস্ত্রতুল্য রঞ্জিতেছে কানন কেমন,
পঞ্চশর-প্রাণ সম হৃদয় দহিয়ে ।

১৭। পঞ্চশর-প্রাণ সম—মদনের প্রাণতুল্য অথবা
নের প্রাণতুল্য বন্ধু ।

শ্রীখণ্ডের ক্রোড়ে বসি বিষধরগণ
জর্জ্জরিত করিয়াছে বুঝি সমীরণে,
তাই বুঝি করে আজি কৈলাসে গমন
ক্লেশ নিবারিতে বায়ু হিম-নিমজ্জনে।

কোমল রসাল-শিরে দেখিয়া মুকুল,
দেখ, আজি প্রাণ ভ'রে পূরিয়া ধরণী,
কলকণ্ঠ পিককুল, হরষে আকুল,
প্রকাশিছে চারিদিকে কুহুকুহু ধ্বনি।

উন্মীলিত মধুগন্ধে, দেখ, অলিকুল
প্রকম্পিত করিতেছে স্ফুট চূতাঙ্কুর;
কেলিরত পিককুলে আকীর্ণ মুকুল;
কাকলির কলকলে পথিক বিধুর।

কর্ণজ্বরজ্বালাযুত, দেখ, পান্থগণ
হইতেছে কত কষ্টে পথে অগ্রসর,

৯। শ্রীখণ্ড—মলয়পর্ব্বত। মলয়পর্ব্বতস্থ চন্দনতরুর কোটরস্থিত সর্পগণ দংশন করিয়া বুঝি বায়ুকে জর্জ্জরিত করিয়াছে।

১০। স্ফুট চূতাঙ্কুর—ফোটা আম্রমুকুল।

ক্ষণে ক্ষণে চিন্তি মনে প্রিয়ার বদন,
সমাগম-রসোল্লাসে কাটায়ে বাসর।

দেখিলা অদূরে পুন দেব দামোদর,
আলিঙ্গনে ব্যগ্র তাঁরে কামিনী বিস্তর;
স্ফুরিতেছে বিলাসলালসা মনোহর,
কহিলা রাধারে সখী, থাকিয়া অন্তর।

চন্দনচর্চ্চিত হরি নীলকলেবর,
আছেন বিলাস-রঙ্গে মুগ্ধ-বধূগণ সঙ্গে,
পীতবাস, স্মিতমুখ, বনমালাধর।

অই তিনি কেলিপরা সীমন্তিনীদলে,
গণ্ডযুগ বিমণ্ডিত— কেলিভরে বিচলিত,
দেখ, অয়ি বিলাসিনি, মাণিককুণ্ডলে।

পীনপয়োধর-ভারভরে আলিঙ্গিয়া
গোপের ঘরণী কেহ ধরেছে হরির দেহ,
অনুরাগে পঞ্চমেতে সঙ্গীত তুলিয়া।

বিলাস-বিলোল তাঁর লোচনখেলায়
মুগ্ধ বধূ কোন জন, হরির কমলানন,
অধিক করিছে ধ্যান, মদনপীড়ায়।

শ্রুতিমূলে কথাচ্ছলে কোন নিতম্বিনী
মিলিয়া কপোল-তলে, অই দেখ, কুতূহলে
পুলকপূরিত মুখ চুম্বিছে কামিনী।

কেলিকলা-কৌতুকেতে কেহ বা উঁহায়
টানিছে, ধরি দুকূলে, যমুনার জলকূলে,
মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জে পাইয়া হেথায়।

স্বনিত বলয়াবলী করতলতালে
করিয়া কোন যুবতী, রাসরসে নৃত্যবতী,
লভিছে প্রশংসা তাঁর বংশীধ্বনিকালে।

কাহারে বা আলিঙ্গন, কাহারে চুম্বন,
কারে স্মিতনিরীক্ষণ, কারো হরষিত মন,
করিছেন হরি, কারো পশ্চাদ্‌গমন।

১। বিলাসবিলোল—বিলাসহেতু চঞ্চল।

৮। দুকূল—সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র।

৯। মঞ্জুল-বঞ্জুলকুঞ্জে—সুন্দর বেতসকুঞ্জে।

করুক বনবিহারকথাসম্বলিত
কেশব-কেলিরহস্য, অদ্ভুত কথা যশস্য,
জয়দেব-বিরচিত, কুশল বর্দ্ধিত।

জীবন্ত শৃঙ্গার হরি খেলিছেন আজি
বিশ্বেরে করি রঞ্জন, ভাসায়ে আনন্দে মন,
ইন্দীবরশ্রেণী প্রায় শ্যামল কোমলকায়,
মাতায় মদনোৎসবে যার শোভারাজি;
মধুমাসে মুগ্ধমনে, সুখে ব্রজাঙ্গনাগণে,
প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিছে চতুর্দ্দিকে সাজি।

রাসবিলাস-উল্লাসে গোপাঙ্গনাগণ
করে যথা অবস্থিতি, "মধুর তোমার গীতি,
সুধাময় তবানন", প্রেমান্ধা রাধিকা ক'ন,
গীতি-স্তুতিচ্ছলে করি হরিরে চুম্বন।
বক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন পেয়ে হরি স্মিতানন,
সেই হরি তোমাদের করুন পালন।

সামোদ-দামোদর নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

কাননে সবার সনে বিহারে মগন
প্রেমে মত্ত হরি, দেখি রাধিকা তখন
ভাবিলা, কি আর তবে গৌরব আমার,
ঈর্ষাভরে লতাকুঞ্জে পশিলা আবার।
শিখরে ভ্রমর গুঞ্জে, মধ্যে বসি তার
বিরলে সখীরে ক'ন, করি মুখভার।

স্মরে মম মন রাসে নিমগন
বিলাস-নিরত সেই হরিরে,
অপাঙ্গ চঞ্চল দোলায় কুণ্ডল
বিলোলকপোলে, হেলায়ে শিরে।

মোহন বাঁশরী অধরেতে ধরি,
মুখ সুধামাখা মধুর গান
গা'ন নন্দসুত, পরিহাসযুত,
পড়ে শুধু মনে, সে মুখখান।

সুন্দর-চন্দ্রক শিখি-শিখণ্ডক-
মণ্ডলেতে বিমণ্ডিত কেশ,
পূর্ণ-ইন্দ্রধনু- সুরঞ্জিত-তনু
মেদুর মেঘের রম্য বেশ।

গোপাঙ্গনাগণে চুম্বিয়া বদনে,
বাড়িয়াছে বিলাসের আশ,
বান্ধুলি-মধুর, উল্লাস-প্রচুর
অধরপল্লবে তাঁর হাস।

সে ভুজপল্লব আনন্দে বল্লব-
যুবতি-সহস্রে যবে ধরে,
হরে অন্ধকার, মণি-অলঙ্কার-
কিরণ, চরণে বক্ষে করে।

। চন্দ্রক—ময়ূরপুচ্ছস্থিত চাঁদের ন্যায় শ্বেতবর্ণ চিহ্ন।

২। সুন্দরচন্দ্রকযুক্ত ময়ূরপুচ্ছমণ্ডলে শোভিত কেশ।

৪। পূর্ণইন্দ্রধনুরঞ্জিত স্নিগ্ধ মেঘের ন্যায় মনোহর বেশ।

১০। বল্লব-যুবতী-সহস্রে—সহস্র গোপ-যুবতীকে।

জলদ-মিলিত- পূর্ণেন্দুনিন্দিত
চন্দনের তিলক ললাটে,
পূর্ণ পীন স্তন করেন মর্দ্দন,
নিরদয় হৃদয়-কবাটে।

মাণিক-মকর- সম মনোহর
কুণ্ডলে মণ্ডিতগণ্ডধারী,
পীতাংশু, উদার, অনুগত তাঁর
মুনিসুরাসুর-বরনারী।

অনঙ্গ-তরঙ্গে চাহিয়া অপাঙ্গে,
পুষ্পিত কদম্বতলে স্থিত,
মানসে রমেন আমারে, করেন
পাপভয় কলির শমিত।

সুরম্য মোহন শ্রীমধুসূদন-
রূপ-কথা জয়দেব ভণে,
পুণ্যবান্ জন করিয়া শ্রবণ
স্মরে যেন হরির চরণে।

কি করিলো, সই, সেই কৃষ্ণ বই
মন মোর মানে না।

তাঁর গুণাবলী গণে লো কেবলি,
দোষ তাঁর ধরে না।

আমারে ছাড়িয়া বিহার করিয়া,
যুবতীতে বাসনা
বেড়েছে এখন, তবু তুষ্ট মন,
অভিমান চাহে না।

মদনে আবিষ্ট চিতে, সচকিত, নানাভিতে,
নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে পশি
চাহি অন্বেষিতে তাঁরে, রজনীর অন্ধকারে
থাকুন গোপনে তিনি বসি।

অতিশয় রতিরসে হাস্থন সে কুঞ্জে ব'সে,
হোক্ তাঁর মনের বিকার,
মিলাও আমার সনে, সখি, সে কেশিমথনে
দেখি তাঁর মূরতি উদার।

দেখি লজ্জা মম প্রথমমিলনে,
কহুন চতুর, মধুর ধরণে,
অনুকূলভাবে শতেক ভাষ,

। কেশিমথনে—কেশিদৈত্যনাশক হরিকে।

মম স্মিতাধর- বচননিকর
শুনিয়া আবার, মৃদু মনোহর,
করুন শিথিল জঘনবাস।

কিশলয়োপরি শোয়ায়ে আমায়,
বহুক্ষণ ধরি আপনি তথায়
মম বক্ষ'পরি থাকুন শুয়ে,
দেই আলিঙ্গন, কতই চুম্বন,
দিন আলিঙ্গন তিনিও তখন,
আমার অধরে পীযূষ পিয়ে।

অলস মুদিত আমার লোচন
দেখিয়া, ললিত কপোল তখন
পুলকে পূরিত হউক তাঁর,
রতিশ্রমজলে মম কলেবর
হোক্ পরিপ্লুত, বিলোল অন্তর
করি সুখে তাঁরে মাতাক্ মার

কোকিলকাকলী- কলরব-সম,
ওলো সহচরি, কণ্ঠস্বর মম,
তিনি কামতন্ত্র-বিচারে জয়ী,

৪। কিশলয়—নূতন পাতা।

কুন্তল-কুসুম হোক্ আলোড়িত,
ঘনস্তনযুগ নখরে চিহ্নিত,
হই বিচলিত-চিকুরময়ী।

মাণিক-নূপুর চরণে রণিত
হউক মেখলা জঘনে ধ্বনিত,
হয়ে গ্রন্থিচ্যুত পড়ুক খ'সে,
সুরতবাসনা পূরুক তাঁহার,
বদন-চুম্বন করুন আমার,
ধরি কেশপাশে, সে রতিরসে।

রতিসুখকালে, সে রসে অলস
তনুলতা মম হইয়া অবশ
পড়ুক এলায়ে, সখি তখন ;
দরমুকুলিত- নয়ন-সরোজ,
দাও মিলাইয়া, উদিত-মনোজ,
ওলো সহচরি, মধুসূদন।

। আমার কেশ আলুলায়িত হউক।
। ঈষৎমুদ্রিতনয়নপদ্ম।
। উদিত-মনোজ—কামভাবাপন্ন।

মধুরিপুরতি- কথা-সম্বলিত,
গোপবধূ রাধা- বিরহ-কথিত,
জয়দেব ভণে, এ পদাবলী,
করি, জয়দেব- কবি-বিরচিত,
শ্রবণ, হরির এই লীলাগীত,
উঠুক সবার সুখ উথলি।

বক্র-ভ্রূশোভিনী গোপাঙ্গনাগণে
চাহিছে অপাঙ্গে, সুদীর্ঘ বীক্ষণে,
স্বেদসিক্তগণ্ড গোবিন্দে কাননে,
দেখিতেছি আমি হরষে ভাসি
ব্রজবধূগণে অই যে বেষ্টিত,
গ্রীবা তুলি মোরে দেখিয়া বিস্মিত,
মৃদু হাসে মুখ হয়েছে ললিত,
খ'সেছে হাতের বিলাস-বাঁশী।

ও নব অশোক- লতিকার দল
স্তোকগুচ্ছে হাসি আমার কেবল
জ্বালায় নয়ন, সরসী-শীতল
উপবন বায়ু দেয় লো ক্লেশ,

১৬ স্তোকগুচ্ছে—অল্পকুসুমস্তবকে।

ভ্রমণ-চঞ্চল- ভ্রমরী-গুঞ্জিত,
রসাল-প্রসূত, শিখরশোভিত,
মুকুলের মালা, যদিও ললিত,
দেয় না লো, সখি, সুখের লেশ।

হাসিয়া বিরলে মদন-আবেশে,
আকুল কবরী, বিচলিত কেশে,
ভ্রূলতা বিস্ফারি, বাহুমূল-বাসে,
টানিত রে ছলে গোপিকা সব,
অর্দ্ধদৃষ্টস্তনে উদিত-মদন,
পরিপূর্ণ করি সেই ভাবে মন,
তোমাদের ক্লেশ করুন হরণ
মুগ্ধ মনোহর নবকেশব।

অক্লেশকেশবনামাঙ্কিত দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

২। শিখরশোভিত—প্রশস্ত-অগ্রভাগযুক্ত।

তৃতীয় সর্গ

তখন কংসারি, যেন রে সংসারী
বাসনাবন্ধ-শৃঙ্খলে,
রাধারে স্মরিয়া হৃদয়ে স্থাপিয়া,
ত্যজিলা গোপিকা-দলে।

অনঙ্গ-বাণে আহত, খিন্নমনে ইতস্ততঃ,
মাধব রাধারে অন্বেষিলা,
হ'য়ে অনুতাপাকুল বসিয়া কালিন্দীকূল-
নিকটে নিকুঞ্জে বিলাপিলা।

দেখি বধূগণে মোরে পরিবৃত,
বুঝি বা রাধিকা হইয়া কুপিত,
না পেয়ে বারণ, গেলা রে চলি,
আমি অপরাধী, মনে বড় ডর,
হরি হরি, তাই না করি আদর,
নিষেধ-বচন কেমনে বলি ?

কিংবা করিবেন, কিবা বলিবেন
এ দীর্ঘ-বিরহে রাধা ?
কি করিব ধনে, কিবা সুখে, জনে,
কিবা গৃহে থেকে আধা ?

কোপেতে কুঞ্চিত, ভূরুসমন্বিত
সেই মুখ ভাবে মন,
রক্তপদ্মোপর আকুল ভ্রমর
করে যেন বিচরণ।

হৃদয়ে মিলিত তাঁহার সহিত
করি'ছি সদা রমণ,
কেন তবে বনে আছি অন্বেষণে,
কেন বৃথা বিলপন ?

তন্বঙ্গি, তোমার, জানি, দুঃখ-ভার
হয়েছে এবে হৃদয়ে,
কোথা গেলে চলি না জানি কেবলি
না তুষি'ছি অনুনয়ে।

সমুখে আসিছ, সমুখে যাইছ,
করিতেছি দরশন,

কেন পূর্ব্বমত হইয়া ত্বরিত
নাহি দাও আলিঙ্গন ?

ক্ষমহ, সুন্দরি, এস ত্বরা করি,
ব্যথিছে আমায় মার,
দাও দরশন, কখন এমন
করিব না আমি আর।

সাগরে যেমন রোহিণী-রমণ,
কেন্দুবিল্ব গ্রামে তথা
জনমি, এমত, জয়দেব নত,
বিরচিল হরিকথা।

ধরেছি হৃদয়ে মৃণালের হার,
নহে নাগপতি, শুন, ওহে মার,
কুবলয়-দল কণ্ঠেতে আমার,
গরল-নীলিমা কভু এ নহে,

৭। রোহিণীরমণ—রোহিণীপতি চন্দ্র।
১২। মার—কামদেব।

তৃতীয় সর্গ

চন্দনের রেণু শোভে মম কায়,
কেন আস ক্রোধে, নহে ভস্ম গায়,
নীলকণ্ঠ ভ্রমে মের না আমায়,
প্রিয়ার বিরহে শরীর দহে।

তুলিও না হাতে অই চূতশর,
জু'ড়োনা, মদন, বাণ চাপোপর,
ক্রীড়াতে নির্জ্জিত বিশ্ব তব কর,
কি পৌরুষ হানি মূর্চ্ছিত জনে ?
তাঁহারি নয়ন, হরিণীর সম,
কটাক্ষবিক্ষেপে তীক্ষ্ণ বাণোপম,
করিছে জর্জ্জর, কিছুমাত্র মম
নাহিক সুস্থতা আজিও মনে।

ভ্রূপল্লব ধনু সেই রাধিকার,
অপাঙ্গ-তরঙ্গ সায়ক তাঁহার,
শ্রবণের প্রান্ত ধনুক-ছিলা,

৫। চূতশর—আম্রমুকুলের বাণ।

১৪। সায়ক—বাণ।

জগৎ জিনিয়া এই অস্ত্রচয়ে,
সচল দেবতা মদনবিজয়ে
রাধারে এ সব কাম কি দিলা ?

কটাক্ষ-বিশিখ ভ্রূচাপে নিহিত
দিক্ মর্ম্মব্যথা, কৃশাঙ্গি, বিহিত,
কুটিল কবরী, অন্তরে অসিত,
মারিতে উদ্যত হোক্ না কেন ?

রাগবান্ তব অই বিম্বাধর
করুক মোহিত আমার অন্তর,
সদ্বৃত্ত তোমার, কেন, পয়োধর
পরাণ লইয়া খেলিছে হেন ?

সে দৃষ্টিবিলাস তরল, শীতল,
মুখ-কমলের সেই পরিমল,
সুধামাখা, বাঁকা সে বাক্য সকল,
পরশজনিত সে সুখরাজি,

৪। বিশিখ—বাণ।

৬। অন্তরে অসিত—কৃষ্ণবর্ণ, (অর্থান্তর) দুষ্টমনা।

৮। রাগবান্—রক্তিমাধারী, (অপরার্থ) ক্রোধযুক্ত।

৯। মোহিত—মোহগ্রস্ত।

১০। সদ্বৃত্ত—সুগোল, (অপরার্থ) সৎক্রিয়াবান্।

তৃতীয় সর্গ

সেই বিম্বাধর- মাধুরীনিকর
এখনও লভিছে যদিও অন্তর
তাঁরি ধ্যানে,—হায়, কেন খরতর
বিরহের ব্যাধি বাড়িছে আজি ?

দেখি রম্য রাধা- মুখসুধাকরে
হ'ত অঙ্কুরিত, মৃদু স্পন্দ-ভরে,
দোলায়ে ভূষণ শিরে কর্ণোপরে,
বাঁকায়ে মধুর গ্রীবারে যেই,
দেখিত না যাহা ললনার দল
বাঁশরী-গীতিতে থাকিয়া বিহ্বল,
সদা তোমাদের করুক কুশল
মাধব-কটাক্ষ-তরঙ্গ সেই।

মুগ্ধ-মধুসূদননামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ

—*—

বেতস-নিকুঞ্জে তবে যমুনার তীরে
ম্লানমুখে উপবিষ্ট পাইয়া হরিরে,
উদ্ভ্রান্ত প্রেমের ভরে আবিষ্ট তাঁহায়
রাধিকার সহচরী কহিল তথায়।

তব সঙ্গ বিনা সে রাধা মলিনা,
ভাবেতে বিলীনা হ'য়ে তোমায়,
যেন স্মরশর করিবে জর্জ্জর,—
পেয়ে হেন ডর মনেতে, হায়।

নিন্দেন চন্দন, শশাঙ্ক-কিরণ,
আছে তাঁর মন খেদে বিকল,
সর্পাবাস-সনে যেন বা মিলনে—
মলয়পবনে ভাবি গরল।

অবিরত নিপতিত মদনের শরে ভীত,
ধরেছেন হৃদয়ে, বিশাল—

চতুর্থ সর্গ

মর্ম্মস্থানে—বর্ম্ম রাই,— রক্ষিবেন তোমা তাই
সজল নলিনীদলজাল।

কুসুম শয়ন, হায়, কামশর-শয্যা-প্রায়,
নানা বিলাসের দ্রব্যে সাজি,
পেতে তব আলিঙ্গন যেন ব্রত প্রয়োজন,
আশ্রয় সে শয্যা তাই আজি।

সে রম্য মুখকমল বহিয়া নয়নজল
ঝরিতেছে অমিয়-ধারায়,
যেন রাহু দুর্নিবার দংশিয়া দশনে তার
দলিত করেছে চন্দ্রমায়।

আঁকিছেন মূর্ত্তি তব, কস্তূরীতে, হে মাধব!
শ্রীরাধিকা থাকি নিরজনে,
আঁকিয়া নীচে মকর, হাতে নব চূতশর,
নমিছেন ভাবিয়া মদনে।

বলিছেন পদে পদে, "মাধব, তোমার পদে
আছি আমি হইয়া পতিত;
তুমি বিমুখিলে যেই, আপনি সুধাংশু তেঁই,
তনুদাহ করিছে ত্বরিত।"

১৭। সুধাংশু—চন্দ্র।

হ'য়ে ধ্যানপরায়ণা, অগ্রে করি কলপনা
অতীব দুষ্প্রাপ্য হে তোমায়,
বিলাপে, হাস্যে, রোদনে, বিষাদে, চঞ্চল মনে
তিনি, ত্যজি কভু বা ব্যথায়।

জয়দেব-বিরচিত, হরি-বিরহ-মথিত-
বল্লবযুবতিসখীকথা,
যদি নাচাইতে মন হয় কেহ সযতন,
পাঠ সেই করুক সর্ব্বথা।

আবাস অরণ্যোপম, দেখিছেন পাশসম
প্রিয় সখীমালারে এখন,
দাবানলশিখা যেন, নিশ্বাস-সন্তাপ হেন,
আপনিত হরিণী যেমন ;

এইরূপে তোমা ভিন্ন আছেন সে রাধা খিন্ন,
কেন স্মর যমসম, হায়,
হেন ভাবে ক্রীড়া করি, এবে সে রাধিকোপরি
আচরিছে শার্দ্দূলের প্রায় ?

চতুর্থ সর্গ

বিরহেতে তব, শুন হে কেশব,
লাগিছে তাঁহার ভার,
স্তন-বিনিহিত, সেই সুললিত
কৃশাঙ্গী রাধার হার।

সরস, মসৃণ—তবু মলয়জ-পঙ্ক
দেখিছেন বিষতুল্য শরীরে, সশঙ্ক।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস-বায়ু, সন্তাপিয়া তনু
বহিতেছে যেন, হায়, মদন-কৃশাণু।
মৃণাল বিচ্ছিন্ন যেন, জলকণাময়,
ইতস্তুতঃ ক্ষেপিছেন, অক্ষিকুবলয়।
নয়নের দৃশ্য—তবু কিশলয়-তল্প
হয়েছে তাঁহার আজি হুতাশনকল্প।
সদা পাণিতলে তাঁর রয়েছে কপোল,
বালেন্দু সান্ধ্যকিরণে যেন অবিলোল;

৫। মলয়জ-পঙ্ক—চন্দন-লেপ।

১১। কিশলয়-তল্প—পত্রশয্যা।

১৪। অবিলোল—[illegible]

আছেন সকাম তিনি 'হরি হরি' জপে,
বিরহে ত্যজিয়া প্রাণ পাইতে কেশবে।
কেশবের চরণে হইয়া উপনীত,
দিক্ সুখ, এই গীত জয়দেব-কৃত।

কখন রোমাঞ্চ, কখন শীৎকার,
কখন বিলাপ, কভু কম্প-ভার,
কভু গ্লানি, চিন্তা, উদ্‌ভ্রান্তি তাঁহার,
কভু তন্দ্রা, কভু পতনোত্থান,
কখন বা মূর্চ্ছা; পার নাকি, হরে,
স্বর্গবৈদ্য সম, প্রসন্ন অন্তরে,
রসেতে বাঁচাতে এ অনঙ্গ জ্বরে ?
অন্য উপায়ে না বরাঙ্গী যান।

তুমি, হে উপেন্দ্র, দেববৈদ্যসম,
মদনে আতুর প্রিয় সখী মম,
অঙ্গ সঙ্গে তব রবেন জীয়া,

৫। শীৎকার—অনুকরণ শব্দ করা।

যদি সে রাধার রোগ বিমোচন
নাহি কর তুমি, বুঝিব তখন,
অশনি-দারুণ তোমার হিয়া।

কন্দর্প-জ্বরের সন্তাপে বিকল ;
চন্দন, চন্দ্রমা, কমলিনী-দল
চিন্তিলে অন্তরে না হ'য়ে শীতল
আরো পান তিনি বেদনা মনে ;
তুমি স্নিগ্ধ, তবু, কি আশ্চর্য্য হায়,
একমাত্র প্রিয় তোমার চিন্তায়,
থাকিয়া বিরলে তব প্রতীক্ষায়,
আছেন ক্ষণিক ধরি জীবনে।

আগে যেই রাধা, তোমার বিরহ
না পারি সহিতে, ক্ষণিকে দুঃসহ,
ফেলিতা পলক হইয়া ম্লান,
রসালের শাখা দেখি মুকুলিত,
এ দীর্ঘ বিরহে হৃদয়ে ব্যথিত,

বৃষ্টিতে ব্যাকুল গোকুল রক্ষণ
করি অভিলাষ, তুলি গোবৰ্দ্ধন,
যে দর্পিত বাহু করিল ধারণ,
গোপবধূগণ যারে অধরে
হর্ষে বার বার করিল চুম্বিত,
যেন সেই বাহু, সিন্দুর-অঙ্কিত,
কংস-নিসূদন- গোপসুত-ধৃত,
আপনাদিগের কুশল করে।

স্নিগ্ধমধুসূদন নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

"থাকি আমি হেথা, তুমি যাও রাধা যথা,
বিনয়ে এখানে আন কহি মোর কথা।"
মধুরিপু-বাক্যে তবে সে সখী তখন
রাধার সকাশে আসি কহিল এমন।

রাখিয়া অনঙ্গে দেখ, সখি, সঙ্গে
মলয়-পবন আজি,
করিছে গমন, ফুটিছে কেমন,
দেখলো, কুসুমরাজি ;

বিরহীর চিত করিতে দলিত
তারা যে প্রভাবশালী,
বিরহে তোমার, বিষাদের ভার
বহিছেন বনমালী।

শিশির-কিরণ করিছে দহন,
তিনি তাহে মৃতপ্রায় ;

পড়ে স্মরশর, অধিক কাতর
আছেন বিলাপে তায়।

মধুকরগণ করিলে গুঞ্জন,
ঢাকেন শ্রবণ তিনি ;
বিরহ-দহনে বহু ব্যথা মনে,
আসে যবে নিশীথিনী।

বিপিন-বিতান এবে বাসস্থান,
ত্যজিয়া ললিত ধাম ;
ধরণী-শয়ন লোটাইয়া ঘন
বিলাপেন তব নাম।

জয়দেব-কৃত বিরহ-বলিত-
বিলাস-কলা শ্রবণে,
সুকৃতির বশে, প্রেমের আবেশে,
লভরে হরিরে মনে।

পূর্ব্বে তোমা সহ যেই নিকুঞ্জ-মাঝার
রতিপতি-সিদ্ধি লাভ হয়েছে তাঁহার,

১৭। বিপিনবিতান—বনস্থল (বিতান—বিস্তার)
১। বিরহবলিত—বিরহযুক্ত।

মন্মথের মহাতীর্থ সেই কুঞ্জে গত,
দিবানিশি তব ধ্যানে সে মাধব রত ;
তবালাপ-মন্ত্রাক্ষর-জপে নিমগন ;
বাঞ্ছা—তব কুচকুম্ভে গাঢ় আলিঙ্গন।

মদন-মোহন বেশ ধরি তব হৃদয়েশ
লভিবারে রতিসুখসার,
গিয়াছেন অভিসারে যাও অনুসরি তাঁরে
ক'রোনা বিলম্ব, ধনি, আর।
বহিতেছে ধীরে ধীরে সমীর যমুনাতীরে,
বসেন সে বনে বনমালী,
করি যিনি পীনস্তন পরিসর-বিমর্দ্দন,
চঞ্চল-যুগল-করশালী।
তোমার নামটী ধরি, কতই সঙ্কেত করি
বাজাইতেছেন মৃদু বেণু ;
ভাবিছেন কত ধন্য— তব অঙ্গ সঙ্গ জন্য—
প্রভঞ্জন-বিতাড়িত রেণু।
পতত্র যবে পতিত, পত্র যবে বিচলিত,
ভাবি মনে তব আগমন

৫। পতত্র—পক্ষী।

শয়ন রচন করি, তব পথ পানে হরি
চাহিছেন চকিত-নয়ন।

ত্যজ মুখর, অধীর, রিপুসম এ মঞ্জীর,—
কেলি-কালে হয় যে চঞ্চল,
আবৃত তিমির-পুঞ্জে, সেই মাধবের কুঞ্জে
নীলাম্বর পরি, সখি, চল।

শোভিবে সুকৃতি-বশে, বিপরীত রতি-রসে,
হার-ধারী মুরারি-উরসে,
চঞ্চল-বলাকান্বিত জলধরে সমুদিত
চঞ্চলা দামিনী যথা বসে।

বসন শিথিল করি, রসনাটী পরিহরি,
কিশলয়-শয়নে জঘন
রাখলো, পদ্মলোচনে, কর হরষিত মনে,
অনাবৃত রতন যেমন।

৯। মঞ্জীর—নূপুর।
১৫। বলাকান্বিত—বকবিশিষ্ট।
১৭। রসনা—মেখলা বা চন্দ্রহার।

অভিমানী সেই হরি, দেখ এই বিভাবরী
চলিতেছে লভিতে বিরাম ;
আমার বচন ধর, শীঘ্র বেশভূষা কর,
পূর্ণ কর মধুরিপুকাম।

যিনি মহা রমণীয়, কীর্ত্তি যাঁর কমনীয়,
পরম দয়াল যিনি হরি,
নম তাঁরে হৃষ্টমনে, জয়দেব পদ ভণে
যে হরির পদ-সেবা করি।

মদন বেদনে ক্লান্ত এবে তব প্রাণকান্ত
ফেলিছেন মুহুর্মুহু শ্বাস,
অগ্রভাগে নিরীক্ষণ করিছেন অনুক্ষণ ;
বিষাদে অস্ফুট কত ভাষ।

কুঞ্জ-মাঝে, হে সুন্দরি, কত বা প্রবেশ করি,
করিছেন শয়ন রচন,
নানা দিকে লক্ষ্য করি চাহিছেন সেই হরি,
বিরহে ব্যাকুল তাঁর মন।

সহ তব অভিমান, দেখ, দেব অংশুমান্[১]
অস্তাচলে করেছে গমন,

১। অংশুমান্—সূর্য্য।

গোবিন্দ-বাসনা যথা, দেখলো, তিমির তথা
নিবিড়তা ধরেছে কেমন।

কোকের করুণ স্বরে আমি দীর্ঘকাল ধ'রে,
করিতেছি তোমা অভ্যর্থন,
বিফল বিলম্বে আর, কর, মুগ্ধে ! অভিসার,
এই তার মনোরম ক্ষণ।

যবে পরস্পর-তরে তিমিরে ভ্রমিয়া, পরে
হ'য়েছিল বাক্যে পরিচয়,
প্রথমেতে আলিঙ্গন, পরে বদন-চুম্বন,
নখাঘাত, কামের উদয় ;

প্রথমে সঙ্কোচ মনে, পরে দম্পতী দুজনে
হ'লে চিত্তে রতিরসে প্রীত,
মিশ্রিত লজ্জার সহ কোন্ রস, সখি, কহ,
নাহি হ'য়েছিল আস্বাদিত ?

অন্ধকারে নানাভিত নিরখি ভয়চকিত,
ক্ষণ রহি প্রতি তরুতলে,
মন্দ মন্দ পদ ফেলি, যাও তুমি পথে চলি,
দাও দেখা এমতে বিরলে ;

৫। কোক—চক্রবাক।

অনঙ্গ-তরঙ্গ ভঙ্গ- শোভিত তোমার অঙ্গ,
দেখিয়া সে ভাগ্যবান্ হরি
হউন কৃতার্থচিত, এত কষ্টে উপনীত
হবে যবে, শুনলো সুন্দরি !

যিনি মধুকর সম সেই অরবিন্দোপম
রাধিকার মুগ্ধ মুখোপরি,
ত্রৈলোক্যের শিরশ্চারি- নীলমণি-রূপ-ধারী
ধরাভারান্তক যিনি হরি ;

যিনি প্রদোষের সম ব্রজাঙ্গনা-মনোরম,
কংস-ধ্বংস-ধূমকেতু যিনি,
যিনি দেবকীনন্দন, করুন তব রক্ষণ
সতত স্বচ্ছন্দ-ভাবে তিনি ॥

অভিসারিকা-বর্ণনে সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীক নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

৫। অরবিন্দোপম—পদ্মতুল্য।

৯। প্রদোষ—সন্ধ্যাকাল।

ষষ্ঠ সর্গ

গমনে অশক্ত, চির অনুরক্ত,
দেখিয়া রাধায় লতা-ভবনে
অবস্থা আবার কহে সখী তাঁর,
মদন-বিরস-হরি-সদনে।

শুন নাথ হরে, এবে বাস-ঘরে
থাকি সে রাধিকা, অবসাদ ভরে,
যে দিকে চাহেন, দেখেন সুধু,—
যেন নিরজনে তুমি হে থাকিয়া,
অধরে তাঁহার অধর রাখিয়া,
করিতেছ পান মধুর মধু।
তব অভিসার মনে করি সার,
ধরি কিছু বল চলেন যদা,
কয়েক চরণ করিয়া গমন

বিশদ মৃণালে, কিশলয়-জালে
রচিয়া বলয়, করেতে দিয়ে,
তব রতি-কলা আশায় বিহ্বলা,
তাই সে পরাণে আছেন জীয়ে।
'আমি সেই হরি' ইহা মনে করি,
করিছেন তিনি কতই সাজ,
পরিচ্ছদ-লীলা, হ'য়ে চিন্তাশীলা,
দেখিছেন তিনি সতত আজ।
"কেন সেই হরি নাহি ত্বরা করি
অভিসার-আশে আসেন হেথা"
সখী সম্বোধিয়া একথা কহিয়া
বার বার, তিনি আছেন সেথা।
জলদ-প্রতিম সুনিবিড় তম,
দেখিয়া তাহারে রাধিকা, হায়,
এসেছেন হরি ইহা মনে করি
দিয়া আলিঙ্গন চুমেন তায়।
গমনে তোমার, বিলম্বেতে আর,
রাধিকার আজি নাহি হে লাজ,

১৩। মেঘতুল্য—গাঢ় অন্ধকার।

কভু বিলপন, কভু বা রোদন,
হ'য়েছে তাঁহার বাসক-সাজ।
রচে এই গীত, হৃদয়ে উদিত,
কবি জয়দেব,—বাসনা মনে,
যেন ইহা সবে আনন্দ উৎসবে
করেরে আপ্লুত, রসিক জনে।

শুন, ওহে শঠ! সেই হরিণ-নয়না,
হৃদি জাত জড়িমাতে হইয়া ব্যাকুল,
অতীব শীৎকারে এবে বিলাপে মগনা,
হইতেছে দেহে তাঁর লোমাঞ্চ বিপুল।
তব ধ্যানরত গাঢ়-মদন-চিন্তায়,
রস-বারিনিধি-মাঝে মগ্ন যেন হায়।
করিছেন আভরণ অঙ্গেতে ধারণ,
পত্র শব্দে তোমা ভাবি, শয্যা বিরচন,
নিরন্তর বর-তনু-ধ্যানে নিমগন,
সংকল্পে কতই লীলা করিয়া এমন;

১৬। বাসকসাজ—বেশভূষাবিশিষ্টা নায়কাগমনকাঙ্ক্ষিণী নায়িকাকে বাসকসজ্জা বলে।

আকল্প বিকল্প আর তল্প-রচনায়,
তোমা বিনা কিন্তু তাঁর রাত্রি নাহি যায়।

"কেন, পান্থ, এই কৃষ্ণভোগি-বাসভূমি
ভাণ্ডীর-তরুর তলে লভিছ বিশ্রাম,
সানন্দ নন্দের পুরী দেখিছনা তুমি,
ঐ দেখা যায়, ভ্রাতঃ, যাও ঐ ধাম।"
পান্থ-মুখ-শ্রুত এই রাধার বচন
নন্দপাশে করেছিলা গোবিন্দ গোপন ;
বলেছিলা যাহা, সান্ধ্য অতিথি বাখানি,
জয় সে প্রশংসা-মাখা গোবিন্দের বাণী।

২। জড়িমা—জড়ভাব।

১১। আকল্প—সজ্জা।

বিকল্প—সন্দেহ বা ভ্রমাত্মক কল্পনা, যেমন পক্ষ্যাদির শব্দে শ্রীকৃষ্ণের আগমন মনে করা।

তল্প-রচনা—বিছানা পাড়া।

১৩। কৃষ্ণভোগী—কৃষ্ণসর্প, (অপরার্থ) ভোগশালী কৃষ্ণ।

সপ্তম সর্গ

কুলটার কুল-মার্গ-চ্যুতি পাপরাশি
কলঙ্ক-শোভায়, হায়, অঙ্গে পরকাশি,
দেখা দিল হেন কালে বিস্তারিয়া অংশুজালে,
বৃন্দাবন-অভ্যন্তর দীপ্ত করি ইন্দু,
দিগঙ্গনা-বদনেতে চন্দনের বিন্দু।
শশাঙ্কের বিম্বে দেখি ব্যাপ্ত বহুদূর,
মাধব-বিলম্বে রাধা হইলা বিধুর।
বহুবিধমতে তবে করিয়া বিলাপ,
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলা করিতে পরিতাপ।

কথিত সময় গেল চলি হায়,
আসিলা না হরি কাননে,
বিফল আমার এ অমল রূপ,
বিফল আমার যৌবনে।

হইনু রে আমি কেবলি বঞ্চিত
সহচরীগণ-বচনে,
হায় রে এখানে থাকিয়া এখন
পাইব কাহার শরণে ?
যাঁহার সঙ্গম লাভের আশায়
এসেছি নিশাতে গহনে,
তাঁহারি কারণে ব্যথিত হৃদয়
অসম-শরের বিঁধনে ;
মরণ(ই) আমার ভালরে এখন,
বিফল এ দেহ ধারণে,
অচেতন আমি, কিবা কাজ তবে
বিরহ-দহন সহনে ?
করিছে মধুর মধুনিশীথিনী
আমারে বিধুর এখানে,
সুকৃতির বলে অপর কামিনী
ভুঞ্জিছে হরিরে পরাণে।
হায়রে, এই যে করেছি ধারণ
বলয়াদি মণিভূষণে,

৮। অসমশর—মদন।

দিতেছে অশেষ যাতনা, জ্বালায়ে
হরির বিরহ-দহনে।
হৃদে ফুলমালা, সুবিষম সেই
মদন বাণের ক্রীড়নে,
কুসুমের সম সুকুমার তনু
ব্যথিছে আমার পীড়নে ;
এই খানে আমি না মানিয়া কিছু
রয়েছি বেতস-কাননে,
আর সে মাধব— মনেও তাঁহার
নাহি আমি এবে স্মরণে।
রচিল ভারতী কবি জয়দেব
হরির চরণ শরণে,
যেন কলাবতী, কোমলা যুবতী,
বসুক হৃদয়-আসনে।

মঞ্জুল বঞ্জুল-লতাকুঞ্জে কি কারণ
সঙ্কেতের স্থানে কান্ত না দিলা দর্শন ?

১৩। কলাবতী—কবিত্বশালিনী, (অপরার্থ) কলাযুক্তা।

১৫। মঞ্জুল—সুন্দর, বঞ্জুল—বেতের।

কোন কি কামিনী পাশে গেলা অভিসার-আশে ?
করিলা কি বন্ধুজন কেলি-কলা-বদ্ধ মন ?
অথবা কি পথভ্রান্ত আঁধারে কাননে ?
ক্লান্তমনা, স্বল্পপথ অক্ষম চলনে ?

আসিলেন সখী যবে মধুরিপু বিনা,
দেখিয়া তাঁহারে রাধা দুঃখে বাক্যহীনা।
অন্য নারী বিহারে আছেন জনার্দ্দন
ভাবিয়া—দেখিয়া যেন—কহিলা তখন।

আমা হ'তে গুণবতী করিছে কোন যুবতী
মাধবের সহিত বিলাস,
স্মর-সমরের বেশ, দর-বিলুলিত কেশ,
বিদলিত কুসুম-বিন্যাস।

হরি-আলিঙ্গনে তার জন্মিছে বিকার,
কুচকুম্ভোপরি তার বিচলিত হার।
অলক-দোলনে রম্য মুখ-সুধাকর,
তন্দ্রাবেশ,—পান করি হরির অধর।

দরবিলুলিত—কিঞ্চিৎ আলুলায়িত।

দুলিছে কুণ্ডল, তাহে কপোল সুন্দর,
চঞ্চল-জঘনোপরি মেখলা মুখর।
কভু লজ্জা, কভু হাসি দেখি হৃদয়েশে,
কতই মধুর ধ্বনি রতি-রসাবেশে।
বিপুল পুলক সহ কম্পের তরঙ্গ,
নিশ্বাস, মুদিত আঁখি—খেলিছে অনঙ্গ।
শ্রম-জলকণা-ভরে সুন্দর শরীর,
হরি বক্ষে পড়ে,—সে যে রতি-রণে ধীর।
জয়দেব-বর্ণিত এ হরির রমণ
পাপরাশি কলির করুক প্রশমন।

হায়, মদনের মিত্র এই সুধাকর,
যদিও বেদনা দূর করে সে বিস্তর,
মদন-বেদন ঘোর বাড়ায় হৃদয়ে মোর,
সুপাণ্ডু কিরণ সে যে করয়ে ধারণ,
বিরহি-মুরারি-মুখ-পঙ্কজ যেমন।

মদন-দীপক রমণী-বদনে
রাখিয়া অধর চুম্বন-কারণে,
মৃগমদে করি, পুলকিত-চিত,
চন্দ্রে মৃগসম, তিলক অঙ্কিত,

বিজয়ী মুরারি বিপিনে এখন
যমুনাপুলিনে, বিহারে মগন।
তরুণ আননে সদা প্রশংসিত,
মেঘমালা সম কুন্তল ললিত—
রতিপতি-মৃগ-বিহার-কানন—
করিছেন তিনি তাহারে শোভন
সুরসুন্দরীর সুষমা-রঞ্জিত
কুরুবকফুলে করি বিরচিত।
মৃগমদরসে লেপিত, সুঘন—
নখরেখা-শশি-শোভিত গগন—
কুচযুগে তিনি, দিব্য মুক্তাহার
দিতেছেন, যেন মালা তারকার।

১। বিজয়ী—ভূষণাদি কৌশলে সকলকে অতিক্রম কারী।

৩। যুবকগণকর্তৃক সর্ব্বদা প্রশংসিত।

৭। বিদ্যুতের শোভায় রঞ্জিত।

৮। কুরুবক—রক্তঝিণ্টী ফুল।

৯। সুঘন—সুনিবিড়, (গগণ পক্ষে) সুন্দরমেঘযুক্ত।

মৃণাল-শকল জিনি সুকোমল
ভুজ-যুগে শোভে করপদ্মদল,
শিশির-শীতল, দিতেছেন তায়,
মরকত-বালা—মধুপমালায়।
রতি-গৃহোপম বিশাল জঘন,
যেন মদনের কনক-আসন,
করিছে হরির বাসনা উদিত,
ফেলিছেন তাহে মণি-বিরচিত
মেখলা, যাহার সুষমা-বিকাশ
তোরণ-মালায় করে উপহাস।
নখ-মণিগণ পূজিছে যাহারে,
সে পদ-পল্লব—কমলা-আগারে—
করিছেন, রাখি হৃদয়ে স্থাপিত,
অলক্তকরূপী ভূষণে আবৃত।
হলধর-ভ্রাতা সেই খল হরি
করিছেন যদি অপর সুন্দরী

১। শকল—খণ্ড।
১০। তোরণমালা—বহির্দ্বারোপরিস্থ মাঙ্গল্যমালা।

এত আনন্দিত, কেন বৃথা বনে
থাকি বল, সখি, বিরস বদনে ?
হরি-গুণাবলী মাধব-সেবক
রচে কবিরাজ এ জয়দেবক ;
যেন রসময় এ পদ-মালায়
কলিযুগ-পাপ স্থান নাহি পায়।

যদি সে নির্দ্দয় শঠ না আসিলা হেথা;
কেন, সহচরি, ব্যথা অন্তরে তোমার ?
বিহারে আছেন বহুবামাসহ সেথা,
না আসিলে কিবা দোষ, দূতি, তব আর ?
দেখ, আজি সেই প্রিয়-সঙ্গমের তরে
প্রিয়তম-গুণাবলী-আকৃষ্ট এ মন,
যেন রে ফুটিয়া সেই উৎকণ্ঠার ভরে,
আপনি করিবে তাঁর সকাশে গমন।

অনিল-চঞ্চল- নলিন-নয়ন
বনমালী, সখি, যাহারে রমণ
করিছেন এবে, কিবা তাপ তার
পল্লব-শয়নে রাখি দেহভার ?

১৫। পবনসঞ্চালিত পদ্মের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট।

ফুল্ল শতদল তাঁর বদন সুন্দর,
ফুটিছে না অঙ্গে তার অনঙ্গের শর।
সুধাধিক হরি-বাক্য কোমল, মধুর,
মলয়-অনিল তারে করে না বিধুর।
স্থল-কমলের রুচি তাঁর পদকরে,
দহিছে না দেহ তার হিমকর-করে।
সজল-জলদজাল-ললিত সে হরি,
দলিছে না বিরহ তাহারে হৃদুপরি।
নিকষে কনকসম তাঁর শুচি বাস,
পরিজন-হাস্যে তার নাহি দীর্ঘশ্বাস।
নিখিল ভুবনে শ্রেষ্ঠ সেই যুবা হরি,
থাকে না সে দীনভাবে মনে ব্যথা ধরি।

১।২। প্রথম চরণ শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্বিতীয় চরণ সেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে। এইরূপ পর পর বুঝিতে হইবে।

৫। রুচি—শোভা।

৯। তাঁহার পবিত্র বস্ত্র কষ্টিপাথরে স্বর্ণের ন্যায় (বস্ত্রের সহিত স্বর্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের শরীরের সহিত কষ্টি-পাথরের সাদৃশ্য)।

এই পদাবলী জয়দেব-বিরচিত,
পশুন হৃদয়ে হরি ইহার সহিত।

রে মদন-নন্দন চন্দন-সমীরণ,
হও অনুকূল মোরে, বামতা ত্যজিয়া ;
হর প্রাণ, বিশ্বপ্রাণ দক্ষিণ পবন,
মম অগ্রে ক্ষণকাল মাধবে রাখিয়া।

সখী-সহবাস যেন রিপুদল,
শীতল অনিল যেন রে অনল,
হয় সুধাকর যেন রে গরল,
ক্লেশকর মনে, স্মরিলে যায়,

তাঁহারি উদ্দেশে করিছে গমন
হৃদয় আমার সবলে এখন.
কমল-লোচনা, হায়, বামাগণ
পারেনা রোধিতে বাসনা আপন,
প্রতিকূল ভাবে প্রবৃত্তি ধায়।

৩। রে মদনের আনন্দ-বিধায়ক মলয়-পবন।
৪। বামতা—প্রতিকূলতা।

দাও পীড়া মোরে, মলয়-পবন,
কর, পঞ্চবাণ, পরাণ গ্রহণ,
পশিব না আমি গৃহেতে আর ;
কি কাজ, যমুনে, ক্ষমিয়া আমায়,
যমস্বসা তুমি, সিঞ্চ মম কায়,
হউক শমিত যাতনা-ভার।

একদা প্রভাতে অচ্যুত যখন
নীলবাস, ভ্রমে, করিলা ধারণ,
রাধিকার বুকে সুপীত বসন
দেখিয়া চকিত যত সখীগণ,
উচ্চ হাস্যধ্বনি করিল সবে ;
স্মিতমুখে হরি করিলা স্থাপন
সলজ্জ চঞ্চল অপাঙ্গ-বীক্ষণ
রাধামুখপানে, সে নন্দ-নন্দন
আনন্দ-বৰ্দ্ধন করুন ভবে।

নাগর-নারায়ণ নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

২। পঞ্চবাণ—মদন ; পঞ্চপ্রাণ গ্রহণ করিবার জন্য রাধিকা মদনের পঞ্চবাণের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন।

অষ্টম সর্গ।

—*—

কত কষ্টে তবে তিনি বঞ্চিলেন সে যামিনী,
প্রাণকান্ত প্রভাতে প্রণত
হ'য়ে অগ্রে রাধিকার, করিলেন বাক্যে তাঁর
অনুনয় বিনয় বা কত।
স্মরশর জর্জ্জরিতা,—তথাপি তখন
ঈর্ষাভরে কহিলেন রাধা এ বচন।

অলসনিমেষ আঁখি রয়েছে রক্তিমা মাখি
রজনীর গুরু জাগরণে;
যেন অনুরাগ-রাশি প্রেমরসাবেশে ভাসি
ফুটিয়াছে তোমার নয়নে।
হরি হরি, হে মাধব, যাও যাও, হে কেশব,
কহিও না কপট বচন;
যাও হে পশ্চাৎ তার তব বিষাদের ভার
হরে যেবা, কমল-লোচন।

কজ্জল-কালিমাধারী, চুম্বিয়া নয়ন তারি,
কৃষ্ণ, তব দশন-বসন,
অরুণ বরণ যার, এবে নীলিমা-আধার,
কলেবর তোমার যেমন।
করিয়াছ অঙ্গে ধৃত খর নখরের কৃত
অনঙ্গরণের ক্ষত-রেখা,
শোভিতেছে যেন, মরি, মরকত-খণ্ডোপরি
স্বর্ণদ্রবে রতি-জয়-লেখা।
চরণ-কমলে গলি করেছে অলক্তাবলী
সিক্ত তব উদার হৃদয়,
যেন নব পত্ররাজি মদন-তরুতে সাজি
বহির্দেশে হয়েছে উদয়।
দেখিয়া দশন-ক্ষত তোমার অধরগত
জনমিছে মনে মম খেদ,
এখনো কেনরে, হায়, মম সহ তব কায়
ভাবিতেছি আমি হে অভেদ?
হে কৃষ্ণ, তোমার মন, বাহির তব যেমন,
নিশ্চয় সে হইবে মলিন,

২। দশনবসন—অধর।

নতুবা বঞ্চিবে কেন অনুগত জনে, হেন,
পঞ্চশর-জ্বরের অধান ?
বামাবধ ভাবি মনে ভ্রম তুমি বনে বনে,
কিবা ইথে বিচিত্র হে আর ?
নিরদয় সে চরিত বাল্যকালে প্রকাশিত,
পূতনাই পরিচয় তার।
জয়দেব-বিরচিত এই যে রতি-বঞ্চিত
খণ্ডিত-যুবতি-বিলপন,
অমিয়-মাধুরী ধরে, দুর্লভ অমরপুরে,
শুন সবে, ওহে বুধগণ।
প্রিয়া-অলক্তক-রাগে বক্ষ অরুণিত
দেখি তব,—যেন প্রেম বাহিরে বিস্তৃত—
বিখ্যাত-প্রণয়-ভঙ্গে দুঃখী মম চিত,
তদধিক, ওহে শঠ ! লজ্জা সমুদিত।
মৃগাক্ষীগণের মন যাহাতে মোহিত,

পূতনা রাক্ষসীর বিনাশেই সে চরিত্র প্রকাশিত।
পরস্ত্রীসঙ্গচিহ্ন দর্শনে স্বামীর প্রতি ঈর্ষাযুক্তা নায়িকাকে খণ্ডিতা নায়িকা বলে।

চঞ্চল মন্দার হয় যাহে বিচলিত,
স্তম্ভনাকর্ষণ যাহে, মস্তক ঘূর্ণিত,
যেই মহামন্ত্র করে নেত্র হরষিত,
দর্পিত-দানব-বলে হইলে পীড়িত,
দুর্ব্বার দেবের দুঃখ যাহে প্রশমিত,
তোমাদের সেই মধুরিপু-কর-ধৃত-
বংশীরব করুক হে মঙ্গল সাধিত।

খণ্ডিতাবর্ণনে বিলক্ষলক্ষ্মীপতি নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

১। চঞ্চল মন্দার—কবরীস্থিত মন্দারকুসুম।
২। স্তম্ভন—জড়ীকরণ।

নবম সর্গ

—*—

দেখি কলহান্তরিতা, মন্মথ-ব্যথিত-চিতা,
রতিরসে বঞ্চিতা রাধায়,—
হরির চরিত স্মরি আছেন বিষাদ ধরি,
কহে সখী বিরলে তাঁহায়।
বহে মৃদু সমীরণ, অভিসারে জনার্দ্দন,
কিবা সখি, সুখ এ ভুবনে
এর চেয়ে আছে আর, কর মান পরিহার,
মানিনি লো, শ্রীমধুসূদনে।
তাল-ফল জিনি গুরুতর
এই যে কুচ-কলস, তোমার, অতি সরস
কেন লো বিফল, সখি, কর ?
ত্যজিওনা অতীব মোহন
শ্রীহরিরে এই মত, এই না তোমারে কত
কহিলাম প্রবোধবচন।

হাসে তব যতেক যুবতী,
কেন লো কর রোদন, কেন বা বিকল মন,
কেন তুমি বিষাদিত-মতি ?

কর, সখি, সফল নয়ন,
সজল-নলিনী-দলে বিরচিত শয্যাতলে
কর শ্রীহরিরে বিলোকন।

কেন, সখি, অন্তরে তোমার
বিরাজিছে খেদ ঘোর, শুন লো বচন মোর,
শান্তি হবে বিরহ-ব্যথার।

কহুন বচন সুমধুর,
যাউন নিকটে হরি, কেন রাখিয়াছ করি
চিত্ত তব অতীব বিধুর ?

জয়দেবকবি-বিরচিত
হরিকথা সুললিত করে যেন আনন্দিত
সকল রসিক-জন-চিত।

স্নেহার্দ্র প্রিয়ের প্রতি তব পরুষতা,
উদাসীন ভাব তব প্রণতের প্রতি,

১৩। পরুষতা—কর্কশ ব্যবহার।

দেখাইছ উন্মুখেরে তুমি বিমুখতা,
অনুরাগী তিনি, তবু তুমি দ্বেষবতী ;
এত যদি বিপরীত তব ব্যবহার,
ভাবিছ যে বিষসম চন্দন-চর্চ্চায়,
শীতাংশু সন্তাপদায়ী, দাহক তুষার,
রতি-সুখ ব্যথাময়, এ নহে অন্যায়।

ইন্দ্রাদি অমরগণ মহা সমাদরে
বিপুল পুলক-ভরে, করিলে প্রণাম,
অলিতুল্য শোভে যেই পাদপদ্মোপরে
দেবের মুকুট-ইন্দ্রনীলমণিদাম,
মকরন্দমনোহর মন্দাকিনী-নীর
গলিয়া যে পাদপদ্মে করেছে মেদুর,
চরণারবিন্দে সেই গোবিন্দ হরির
বন্দি আমি, অমঙ্গল করিবারে দূর।

কলহান্তরিতা-বর্ণনে মুগ্ধমুকুন্দ নামক
নবম সর্গ সমাপ্ত।

০। ইন্দ্রনীলমণি—মণিবিশেষ।

১। মকরন্দমনোহর—পুষ্পমধুর ন্যায় সুন্দর।
মন্দাকিনী—স্বর্গস্থ গঙ্গার নাম।

দশম সর্গ

তানন্তর সন্ধ্যাকালে আসিলেন হরি
যথা মৃদুকোপযুতা রাধিকা সুন্দরী,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে ম্লান রাধার বদন,
ব্রীড়াভরে সখীরে করেন বিলোকন।
নিকটে যাইয়া তাঁর, আনন্দে তখন
কহেন গদগদ স্বরে শ্রীহরি এমন।

কিছু তুমি কহ যদি, শোভন দন্ত-কৌমুদী
ভীষণ ভয়-তিমির হরে,
সুন্দর অধর-সুধা পানে জনমায় ক্ষুধা
মুখশশী নয়ন-চকোরে।
অতি দ্রুত মম মন কামাগ্নি করে দহন,
ত্যজ এই অকারণ মান,
প্রিয়ে, চারুশীলে ওরে, দাও করিবারে মোরে
মুখ-কমলের মধুপান।

সত্যই আমার প্রতি কুপিতা যদি, সুদতি !
কর খর-নেত্র-শরাঘাত,
বাহুতে কর বন্ধন, দন্তেতে কর দংশন,
হয় যাহে তব সুখজাত।
তুমিই মম ভূষণ, তুমিই মম জীবন,
তুমি ভব-জলধি-রতন,
হও তুমি মোর প্রতি সদা অনুরাগবতী,
সদা চাহে তাই মম মন।
তন্বঙ্গি ! তব নয়ন নীল নলিন যেমন,
ধরিয়াছে কোকনদ-রূপ,
মদনানুরাগ-ভরে রঞ্জ যদি কৃষ্ণে, অরে,
হয় তবে এর অনুরূপ।
তব কুচকুম্ভোপরি শোভুক মণিমঞ্জরী
রঞ্জি তব হৃদয়-প্রদেশ,
জঘন মণ্ডলে ঘন, ঘোষুক তব রসন
ধ্বনি করি মন্মথ-নিদেশ।

১। সুদতি—সুন্দর দন্তশালিনি (সম্বোধন পদ)।
২। কোকনদ—রক্তপদ্ম।
৩। মণিমঞ্জরী—মণিহার।

স্থল-কমল-গঞ্জন, মম হৃদয়-রঞ্জন,
রতি-রঙ্গে পরম সহায়,
করি, তব পদদ্বয় সরসালক্তকময়,
আজ্ঞা কর মধুর ভাষায়।
স্মর-গরল-খণ্ডন, মম মস্তক-মণ্ডন
দেহ পদপল্লব উদার,
জ্বলিছে হৃদয়ে মোর মদন-অনল ঘোর,
হরুক সে সন্তাপ-বিকার।
চাটু, পটু, চারুভাষ বিবিধ রাধিকাপাশ
মুরারি-কথিত সুবিশদ,
পদ্মাবতীর রমণ কবি জয়দেব কন,
জয়যুক্ত হউক এ পদ।

পরিহর শঙ্কা, অয়ি আতঙ্ককারিণি,
শুন, অয়ি ঘনস্তনজঘনধারিণি,
সতত আমার হৃদে তব অধিকার ;
কেমনে অপরে পাবে স্থান বসিবার ?

৫। স্মর-গরলখণ্ডন—কামবিষনাশক।

না করে প্রবেশ, অয়ি, বিনা সে মদন
আমার অন্তরে অন্য ধন্য কোনজন।
প্রণয়িনি ! কর তুমি আদেশ জ্ঞাপন
করিবারে আরম্ভন তোমা আলিঙ্গন,
তুমিই আনন্দ লভ দণ্ডিয়া আমায়,
বাঁধ মুগ্ধে, মোরে তব বাহু-লতিকায়,
করহ আঘাত মোরে নির্দ্দয় দশনে,
পীড়ন করগো, চণ্ডি, তব ঘনস্তনে ;
কেন সেই পঞ্চশর চণ্ডালের বাণ
দলন করিয়া হায়, হরে মোর প্রাণ ?
করাল কাল-ভুজগসম শোভাধারী
বঙ্কিম ভ্রূ তব যুবজন মূর্চ্ছাকারী ;
একমাত্র সিদ্ধমন্ত্র সে ভয়-ভঞ্জনে
তবাধরমধু আর সুধা, চন্দ্রাননে !
মৌন ধরি বৃথা ব্যথা দিতেছ আমায়,
তরুণি, হর লো তাপ মধুর ভাষায়,
সম্ভাষ পঞ্চমে, করি চারু নিরীক্ষণ,
সুমুখি, বিমুখ-ভাব করহ বর্জ্জন।
ছেড়না আমায়, মুগ্ধে, অতি স্নেহান্বিত
আপনি হয়েছে তব প্রিয় উপস্থিত।

ধরেছে বন্ধুক-শোভা তোমার অধর,
স্নিগ্ধ মধুকের কান্তি তব গণ্ডোপর,
নীল নলিনের আভা জিনিয়া নয়ন,
তিলফুল সম তব নাসার গঠন,
কুন্দ আভা দন্তে তব, পুষ্পশর প্রায়
বিশ্বজয়ী, প্রিয়ে, তব এ মুখ সেবায়।
নেত্র মদালস তব, মনোরম গতি,
ইন্দুসন্দীপন মুখ, কলাবতী রতি,
রম্ভাতরু করে জয় তব উরুদ্বয়,
ভ্রূযুগল মনোহর চিত্রলেখাময়,
কৃশাঙ্গ, যদিও তুমি, হায়রে, ধরায়,
অমর-যুবতী-কান্তি ধর তব গায়।

১। বন্ধুক, মধুক, নীলপদ্ম, তিলফুল ও কুন্দ এই সকল পুষ্পের সহিত এক একটী অঙ্গের সাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে।

৭। মদালস—মদজনিত হর্ষে অলস।

৮। ইন্দুসন্দীপন—যাহা চন্দ্রকে উজ্জ্বল করে।
কলাবতী—বিলাসকৌশলশালিনী। অপরপক্ষে, মদালসা, মনোরমা, ইন্দুসন্দীপনী, কলাবতী, রম্ভা ও চিত্রলেখা স্বর্গের অপ্সরাগণের নাম।

কুবলয়াপীড় সহ সংগ্রাম-সময়
কুম্ভ দেখি রাধা-পীন-পয়োধরদ্বয়
স্মরি হইলেন হরি আসঙ্গ-মগন,
স্বেদাক্ত হইলা দেহে, মুদিলা নয়ন,
ক্ষণপরে সেই করী ক্ষেপিলা ত্বরিত,
কংসপক্ষে কলরব হইল উদিত ;
'জিনিল জিনিল' বলি হ'ল শোকরব,
করুন সে হরি তোমাদের হর্ষোদ্‌ভব।

মানিনী-বর্ণনে মুগ্ধমাধব নামক দশমসর্গ সমাপ্ত

১। কুবলয়াপীড়—কংসের হস্তীর নাম।
২। কুম্ভ—হস্তীর মস্তকোপরিস্থ পিণ্ডবৎ পদার্থ।

একাদশ সর্গ।

এইরূপে বহুক্ষণ মৃগলোচনায়
অনুনয়ে সন্তোষিয়া গেলেন কেশব
দিব্যবেশ পরিধানে নিকুঞ্জ-শয্যায়,
স্ফুরিত প্রদোষ আবরিল নেত্র সব।
দূরে গেল অবসাদ, সুন্দর ভূষণ
পরিলে রাধিকা, সখী কহে এ বচন।

চরণে প্রণতি করি, কহি চাটু ভাষ,
মঞ্জুল-বঞ্জুল-মাঝে কেলি-শয্যাগত
আছেন মধুমথন, যাও তাঁর পাশ,
যাওলো, রাধিকে, মুগ্ধে, তিনি অনুগত।
ঘন স্তন আর জঘনের ভার-ভরে
কিঞ্চিৎ মন্থর করি চরণ-বিহার,

৪। স্ফুরিত প্রদোষ—ঘনীভূত সন্ধ্যা।

৯। মধুমথন—মধুসূদন বা শ্রীকৃষ্ণ।

শিঞ্জিয়া মণিমঞ্জীর যাও তাঁর তরে,
মরালে বিজয় করি ধ্বনিতে তোমার।

শুন সেই রমণীয় মাধব-আলাপে,
তরুণী জনের মন মোহিত যাহায়,
ধর প্রীতিভাব সেই কোকিল-কলাপে,
কুসুম-শর-শাসনে বন্দী যারা, হায়।

অনিল-চঞ্চল অই কিশলয়-দলে
যেন হস্ত সঞ্চালন করি লতাগণ
অনুরোধ করি তোমা তথা যেতে বলে,
যাও তবে, করভোরু, ত্যজ বিলম্বন।

অনঙ্গ-তরঙ্গ-ভরে যেন লো কম্পিত
কুচকুম্ভ সূচিতেছে হরি-আলিঙ্গন,

। শিঞ্জিয়া মণিমঞ্জীর—মণিনূপুরের ধ্বনি করিয়া।

। করভ—করিশাবক।

। সূচিতেছে—আভাষ দিতেছে। স্ত্রীলোকগণের
ন কম্পিত হইলে তাহা প্রিয়সমাগম সূচনা করে
প প্রসিদ্ধি।

জিজ্ঞাস উহায়, যাহে আছে প্রবাহিত
বিমল জলের ধারা—মঞ্জরী মোহন।

জানিয়াছে সখী সব, এই যে তোমার
শরীর, করেছে সেও রতি-রণ-সাজ,
অনুরাগ-ভরে, চণ্ডি, কর অভিসার,
রসনা-ডিণ্ডিম-রবে যাও, ত্যজি লাজ।

স্মরশরসম যাহে সুন্দর নখর,
চল সেই করে করি সখীরে আশ্রয়,
বলয়-নিক্কণে কর হরির গোচর
গমন-বারতা,—তিনি সেই চিন্তামময়।

হার হ'তে রম্য, রামা হ'তে চারুতর,
জয়দেব-বিরচিত এই পদাবলী,
হরিতে নিহিত সদা যাদের অন্তর,
সতত তাদের যেন থাকে কণ্ঠস্থলী।

৬। ডিণ্ডিম—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
৭। বলয়নিক্কণ—বালার শব্দ।

নিবিড় তিমির-পুঞ্জে নিকুঞ্জে বসিয়া
প্রিয় তব, অয়ি সখি, ভাবিছেন মনে,
দেখিবে, মদনালাপ করিবে লো গিয়া,
পাবে প্রীতি প্রতি অঙ্গে তাঁরে আলিঙ্গনে।

করিবে রমণ,—তোমা দেখিছেন মনে,
প্রকম্পিত, রোমাঞ্চিত, কভু আনন্দিত,
কভু অগ্রসর তোমা প্রত্যুদ্‌গমনে,
কভু বা স্মরিয়া তোমা স্বেদাক্ত, মূর্চ্ছিত।

অভিসারব্যগ্র ধূর্ত্ত সুলোচনাগণে
প্রতি অঙ্গে তিমির করিছে আলিঙ্গন,
রঞ্জিছে নয়ন যেন অঞ্জন-লেপনে,
তমাল-স্তবক-দামে ভূষিছে শ্রবণ ;

শ্যাম-সরোজের মালা দিয়া শির'পর,
কস্তূরিকাচিত্র করি স্তনেতে রচন,
সখি লো, তিমির, নীল-নিচোল-সুন্দর,
করিতেছে তাহাদের নিকুঞ্জে প্রেরণ।

৫। নীল-নিচোলসুন্দর—নীলাম্বরতুল্য সুন্দর।

কুঙ্কুম-গৌরাঙ্গী অভিসারিকার দল
বিস্তারিছে রূপরাশি গাত্রে তামসীর,
শোভে যেন প্রেম-হেম-নিকষ-উপল
তমাল-দল-সুনীল এই যে তিমির।

কাঞ্চন-কাঞ্চী, মঞ্জীর, কঙ্কণের মণি,
হার-মধ্য-মণিসহ ভাতিল তখন
নিকুঞ্জ-নিলয়, দ্বারে লজ্জাভরে ধনী
দেখিলে হরিরে, সখী কহিছে এমন।

নিকুঞ্জের তলে সুন্দরতর,
পশলো, রাধিকে, এ কেলিঘর।
রতি-ভরে তব বদনে হাস,
কর লো বিলাস মাধব-পাশ ;
যাও, রাধে, এই শয়ন-তলে,
ললিত নবীন অশোক-দলে ;
কুচকুম্ভে তব দুলিছে হার,
মাধব-সকাশে কর বিহার ;

৩। নিকষ-উপল—কষ্টিপাথর।

ফুল-সুকুমার তোমার দেহ,
কুসুম-নিচয়ে রচা এ গেহ ;
শুচি বাসগেহে মাধবপাশ
কর লো, রাধিকে, কর বিলাস।
বহিছে মৃদুল মলয়-বায়,
সুরভি, শীতল এ গৃহ তায়,
যাও রতি-ভরে, গাও ললিত,
বিহার, রাধিকে, হরি-সহিত।
করেছে নিবিড় লতিকাদল
নবীন পল্লবে এ কুঞ্জতল,
যাও লো অলস- পীন-জঘনে.
বিহার, রাধিকে, মাধব-সনে।
মধু-হরষিত মধুপগণ
ঝঙ্কারিছে, রাধে, এ কুঞ্জবন,
মদনের রসে সরস মনে,
বিহার লো গিয়া মাধব-সনে।
অধিক মধুর পিক-নিকর
করেছে এ স্থল রবে মুখর,
সুচারু-শিখর দশন তব,
যাও লো বিলাসে যথা মাধব।

পদ্মাবতী-সুখ করে বিধান
যেই জয়দেব, তার এ গান,
কবিরাজরাজ ভণে এমত,
কর, হরে, তার কুশল শত।

বহুক্ষণ তোমা বহিয়া মনে
অতিশয় শ্রান্ত হরি এখনে ;
অতি কাম-তাপে, সুধা-পূরিত
বিম্বাধর-পানে ইচ্ছুকচিত।
কর অলঙ্কৃত অঙ্কটী তাঁর,
কটাক্ষ-লক্ষ্মীর কণা তোমার
ক্ষণেকে তাঁহারে ফেলে লো কিনি,
চরণ-কমল সেবেন তিনি।
দাসের সমান হেন হরিরে
কি সংকোচ তব, বল, সখি রে !

মঞ্জুল মঞ্জীর করি শিঞ্জন
পশিলা রাধিকা কুঞ্জ-ভবন।
সভয়ে, সানন্দে, হরির পানে
সতৃষ্ণ নয়নে গেলা সেখানে।

রাধাগতচিত্ত হরি যথা অবস্থিত
বহুক্ষণ মনে ধরি বিলাসের আশ,
দেখিলেন রাধা তাঁরে হ'য়ে উপনীত,
বহু হর্ষে হরি-মুখে অনঙ্গ-বিকাশ ;

রাধার বদন হরি করি বিলোকন
বিকসিত বিবিধ বিকারে নিমগন,
শশধর-মণ্ডল করিয়া নিরীক্ষণ
উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গে অর্ণব যেমন।

বিমল মুক্তার মালা বক্ষের উপর
বহুদূর বিলম্বিত প'রেছেন হরি,
যেনরে শোভিছে ফেনমালা স্ফুটতর
যমুনার সে সলিল-প্রবাহ-উপরি।

শ্রীহরির কলেবর শ্যামল, কোমল,
গৌরকান্তি প'রেছেন তাহাতে দুকূল,
যেন রে পীতবরণ পরাগ-পটল
বেষ্টিয়া রয়েছে নীল শতদল-মূল।

১৫। পরাগপটল—রেণুসমূহ।

চঞ্চল অপাঙ্গে তাঁর মুখ মনোহর
শোভিতেছে রতি-রাগ করিয়া জনন,
শারদ তড়াগে যেন স্ফুট-পদ্মোপর
খঞ্জন-যুগল শোভে ক্রীড়াতে মগন।

শোভিছে কুণ্ডল, যেন মিহির মিলিত
বদন-কমলে করিবারে আলিঙ্গন,
জনমায় অধর-পল্লব উল্লসিত
রতি-লোভ, মৃদু হাসে কুসুম-শোভন।

শোভিছে কুন্তল-রাজি কুসুমে সজ্জিত,
বিকীর্ণ বিধুর করে জলদ যেমন,
মৃগাঙ্ক মণ্ডল যেন তিমিরে উদিত,
নিরমল মলয়জে তিলক তেমন।

বিপুল পুলক-ভরে কণ্টকিত কায়,
রতি-কেলি-কলা তাঁরে করেছে অধীর,
মণিগণ-কিরণের বিকীর্ণ শোভায়
ভূষণ-সমূহে সমুজ্জ্বল সে শরীর।

৫। মিহির—সূর্য্য।
১০। বিস্তৃত চন্দ্রকিরণে যেমন মেঘ।

দ্বিগুণ করিছে যাঁর ভূষণের ভার
জয়দেবকৃত এই বর্ণনা-ছটায়,
যেই হরি সকল সুকৃতোদয়সার,
সতত হৃদয়ে রাখি প্রণমহ তাঁয়।

প্রিয়তম-দর্শন সময়ে রাধিকার
তরল-তারকাশালী হইল নয়ন,
উদ্ধত শ্রবণ-পথ পর্য্যস্ত তাঁহার
অপাঙ্গ লঙ্ঘিয়া যেন করিতে গমন ;
পতিত নয়ন হ'তে আনন্দাশ্রু তায়
পড়িতে লাগিল যেন স্বেদাম্বু-ধারায়।

কপট কণ্ডূতে করি হাস্য পরিহার,
রাধিকার সুখ চিন্তি গৃহের বাহির
হ'ল সখীগণ, বসি পারশে শয্যার
প্রিয়মুখপানে দৃষ্টি গেল মৃগাক্ষীর ;

৬। তরল—চঞ্চল।

৯। পতিত—দীর্ঘপথগমনপ্রয়াসী পথিক ভূপতিত হইলে যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত রাধিকার নয়নের সাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে।

১১। কণ্ডূ—চুলকান।

স্মরশরজাতভাবে রাধা মনোরম,
সরম পাইয়া দূরে পলায় সরম।

কুবলয়াপীড়-করি-সহিত সমরে,
বাহুযুদ্ধ-ক্রীড়াবলে বধিলে তাহায়,
বিক্ষিপ্ত শোণিতবিন্দু যেই ভুজোপরে
জয়শ্রীর পূজার্পিত মন্দারের প্রায়,
কিম্বা যেন হর্ষে স্বীয় সিন্দূর অঙ্কিত
শোভিল, জয় সে বাহু মুরবৈরীধৃত।

অভিসারিকাবর্ণনে সানন্দগোবিন্দনামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত

দ্বাদশ সর্গ ।

গেলে সখীগণ, মৃদু লাজভরে,
স্মরশরাধীন বাসনা অন্তরে,
স্ফীতস্মিতে স্নাত অধর ধরি,
নবীন-পল্লব- রচিত শয়ন
করিছেন রাধা মুহু নিরীক্ষণ,
হয়েছে তাঁহার রসাপ্লুত মন,
দেখিয়া প্রিয়ারে কহিলা হরি ।

অনুগত তব এই নারায়ণ,
কর এবে তারে ক্ষণেক ভজন,
চরণ-নলিন করলো স্থাপন
কিশলয়ময়- শয়নোপরি,
করুক, কামিনি, আজি অনুভব,
এই দিব্যবেশ শয্যা, পরাভব

হে কামিনি, এই সুন্দর শয্যা অদ্য পরাজয় অনুভব করুক ।

এ যে, রাধে, অই চরণ-পল্লব-
সম হ'তে তব সেজেছে অরি।

বহুদূর হ'তে তব আগমন,
কৰিতেছি আমি চরণ পূজন,
করিতেছি এই কর-কমলে,
চরণ-নূপুর- সমান তোমার
আনুগত্য মম, শুনলো, অপার,
লহলো ক্ষণেক, শয়নতলে।

মুখ-সুধানিধি হইতে গলিত
অনুকূল বাণী, যেন লো অমৃত,
করহ নিসৃত উপরি মম,
করি আমি দূর, বুকের উপরি
পয়োধরযুগ তব রোধ করি,
আছে যে দুকূল, বিরহ-সম।

করলো শোষণ মনসিজ-তাপ,
করলো স্থাপন অতীব দুরাপ
ও কুচ-কলস আমার বুকে,

১৩। দুরাপ—কষ্টলভ্য।

প্রিয়-আলিঙ্গনে আবেগ-পূরিত,
যেন সে কারণ হ'য়ে উচ্ছলিত,
যে কুচ-কলস ভাসে পুলকে।

বিলাস-অভাবে বিরহ-দহন
করিছে, ভামিনি, এ দেহ দহন,
বিনিহিত মম তোমাতে মন,
মৃততুল্য এবে তোমার কিঙ্কর,
ধরে সুধারস তোমার অধর,
করিয়া প্রদান দেহ জীবন।

মাণিক-মেখলা করলো রণিত,
তব কণ্ঠস্বর গুণ অনুকৃত,
ওলো শশিমুখি, নিনাদে যার,
হয়েছে আমার শ্রবণযুগল
কোকিলের রবে, শুনলো, বিকল,
চির অবসাদ ঘুচাও তার।

। উচ্ছলিত—উদ্গত।
। পুলক—রোমাঞ্চ।

অকারণ রোষ আমার উপর
করিয়া বিকল করেছ অন্তর,
তাই লজ্জাভরে তব নয়ন
না পারি করিতে মোরে বিলোকন
যেন নিমীলিত, এ কোপ বর্জ্জন
করি, রতি-খেদ ত্যজ এখন।

মনোরম-রতি- রস-ভাবান্বিত,
সুখেতে রসিক মানবের চিত,
করুক আপ্লুত, সঙ্গীত এই,
মধুসূদনের প্রমোদেতে ভাসি
প্রতিপদ যাহে আছে রে বিকাশি,
কবি জয়দেব ভণিল যেই।

পুলক-অঙ্কুর গাঢ় আলিঙ্গনে,
আঁখির পলক সস্পৃহ বীক্ষণে,
কাম-কলা-রসে আনন্দধারা

১৩। পুলক-অঙ্কুর—রোমোদ্গম।
১৪। সস্পৃহ বীক্ষণে—সাভিলাষ দৃষ্টিতে।

মুখসুধা-পানে রসালাপ যায়
দিয়াছিল প্রীতি হ'য়ে অন্তরায়,
আরম্ভিলা হেন সুরত তাঁরা।

আবদ্ধ বাহুতে, আবিদ্ধ নখরে,
পীড়িত সে কান্ত পয়োধর-ভরে,
দশন-ঘাতনে বিক্ষত অধরে,
যদিও আহত নিতম্ব-ঘায়,
করধৃত কেশে যদিও নমিত,
অধর-অমিয় পানে সম্মোহিত
কত তৃপ্ত তবু হ'লো তাঁর চিত,
কি অদ্ভুত গতি কামের হায়!

মারাঙ্কিত সেই রতি-কেলিময়
সঙ্কুল সমরে, প্রাণকান্তে জয়
করিতে সাহসে বাঁধিয়া হৃদয়,
হরি-বক্ষ'পরি যে কিছু কাজে
আরম্ভিলা রাধা, সে শ্রমে তখন
শ্লথ বাহুলতা, নিস্পন্দ জঘন,

৫। মারাঙ্কিত—কামচিহ্নিত, (অপরার্থ) মারণচিহ্নযুক্ত।

কম্পিত হৃদয়ে মুদিলা নয়ন,
পুরুষের রস স্ত্রীর কি সাজে ?

কপোলযুগলে পুলক মিলিত,
হয়েছে রাধার নেত্র নিমীলিত,
দন্ত বিকসিত শীৎকারোদিত,
অব্যক্ত, আকুল কেলি-বচনে,
দন্ত-করধৌত মৃগাক্ষী-অধর,
প্রকৃষ্ট হরষে ক্লান্ত কলেবর,
আলিঙ্গি নিশ্বাসে স্ফীত পয়োধর
ধন্য হরি, তাঁর পিয়ে আননে।

অঙ্কিত পাটল নখে বক্ষঃস্থল,
নিদ্রাতে লোহিত নয়ন-যুগল,
কিঞ্চিৎ শিথিল মেখলা-অঞ্চল,
ধৌত অধরের রাগ রাধার,
বিলুলিত কেশে মালা বিচলিত,
এই শর-চয় মনসিজ-ধৃত

৭। হরিণনেত্রার অধর দন্তের কিরণে ধৌত।
১৩। মেখলা-অঞ্চল—চন্দ্রহারের প্রান্তভাগ।

প্রভাতে পতির বিন্ধিল রেচিত,
কি আশ্চর্য্য, লাগি নয়নে তাঁর।

ব্যস্ত কেশপাশ, অলক চলিত,
কপোল-যুগল স্বেদাম্বু-প্লাবিত,
অধরে দংশন স্পষ্ট প্রকটিত,
পড়েছে রসনা সরিয়া আসি ;
কুচ-কুম্ভ-রুচে হার পরাজিত,
স্তন, জঙ্ঘা করি করে আচ্ছাদিত,
দেখি মোরে এবে রাধিকা লজ্জিত
তুষিছেন, হার পড়েছে খসি।

এ ভাবে চিন্তিত গোবিন্দের চিত,
নিতান্ত খিন্নাঙ্গী সুরত-শেষে,
রাধিকা তখন সাদর বচন
কহিলা তাঁহারে হরষাবেশে।

কহিলা রাধিকা সে যদুনন্দনে
ক্রীড়াপরায়ণ হৃদয়ানন্দনে,
"কর, যদুসুত, এ পয়োধরে,

৭। রুচে—শোভায়।

মদন-মঙ্গল— কলস যেমন,
মৃগমদপত্র তুমি হে রচন
চন্দনবিজয়ী শীতল করে।

মদন-শায়ক করে বিমোচন,
শুন, ওহে প্রিয়, আমার লোচন,
ছিল তদুপরি যেই কাজল—
ভ্রমরের কুলে করিয়া গঞ্জন,
মুছিয়াছে তব অধর-চুম্বন,
দাও ক'রে তুমি তারে উজ্জল।

নয়ন-কুরঙ্গ- তরঙ্গ-বিকাশ
করে প্রতিরোধ থাকিয়া সকাশ
যে শ্রুতিযুগল, শুন, আমার,
বলি তোমা, ওহে মনোরমবেশ,
করহ কুণ্ডল তাহে বিনিবেশ,
কামপাশসম সুষমা যার।
কমল জিনিয়া বিমল আনন,
অলিকুলসম পড়েছে কেমন
তদুপরি চারু অলকাবলী,—

বহুক্ষণ আছে সমুখে আমার,
পরিহাস ইহা করিবে সঞ্চার,
গুছাইয়া তুমি দাও হে বলি।
শ্রমজলকণা করি অপনীত
মৃগমদ-রসে তিলক ললিত
করহ রচিত ললাটে মম,
শোভিছে ললাট যেন নিশাকর,
ওহে পদ্মানন, সে শশি-উপর
শোভিবে কলঙ্ক-কলার সম।

ললিত আমার কেশ মনোহর,
যেন মদনের ধ্বজার চামর,
শিখি-পুচ্ছ সম শোভা যাহার,
সম্ভোগ-আবেগে এবে বিলুলিত,
কুসুম-নিকর করিয়া স্থাপিত
রাখহ, মানদ, উপরে তার।

শম্বর-দারণ, যেন রে বারণ,
কন্দরের সম সেবে যে জঘন
সরস, সুন্দর সদা আমার,

১৬। শম্বর-দারণ—শম্বর-নাশক কামদেব।

সে ঘন জঘনে করহ স্থাপন,
ওহে শুভাশয়, মাণিক-রসন,
বসনাভরণ শুনহে, আর"।

কলির কলুষ- জ্বর বিখণ্ডিত
করে যেই বাক্যে থাকি উপস্থিত
শ্রীহরি-চরণ- স্মরণামৃত,
সেই জয়প্রদ, যেন রে ভূষণ,
জয়দেবকবি- রচিত বচন
রাখ হৃদে, হ'য়ে সদয়চিত্ত।

"কর কুচ-যুগে পত্র বিরচিত,
কপোল-যুগল কর হে চিত্রিত,
কর হে কবরী মালাতে ভূষিত,
দাও হে মেখলা জঘনোপরি,
পরাও পাণিতে বলয়-নিকরে,
পরাও নূপুর চরণ-উপরে,"
কহিলা রাধিকা হেন পীতাম্বরে,
করিলা প্রীতিতে তেমতি হরি।

১৫। বাসুকিরূপ খট্টার উপর।

ভুজঙ্গ-নায়ক- পর্য্যঙ্ক-শয়নে
প্রতিভাত যিনি ফণামণি-গণে,
বিভুর প্রক্রিয়া সেই প্রসরণে
বর্দ্ধিত শরীরে ধরেন যিনি,
রচে ব্যূহ যেন যে হরির কায়
পাদপদ্মধারী বারিধি-সুতায়
শত শত নেত্রে দৃষ্টি-বাসনায়,
তোমাদের রক্ষা করুন তিনি।

"ক্ষীরোদ সাগরে সলিল-মাঝারে
স্বয়ম্বরে তুমি বরিলে আমারে,
মূঢ় গৌরীপতি না পেয়ে তোমারে
খে'লা কালকূট বুঝি, সুন্দরি,"
এ পূর্ব্ব কথায় বক্ষের বসন
অনন্য-মানস রাধার ক্ষেপণ,
স্তন-কোরকেতে নয়ন স্থাপন
করি তোমাদের পালুন হরি।

১। বিভুর প্রক্রিয়া—সর্ব্বব্যাপিত্ব। প্রসরণে—বিস্তৃতিতে।
৩। বারিধিসুতায়—লক্ষ্মীকে।

যদি হে, কৌশল গন্ধর্ব্ব-কলায়,
যদি অনুধ্যান বিষ্ণু-ভজনায়,
প্রেমের বিবেক- তত্ত্ব-সমুদায়,
কাব্যলীলা-কথা পরিশোধিত

চাহ করিবারে সুখে, সুধীগণ,
শ্রীগীতগোবিন্দ করহ সেবন,
কবি জয়দেব পণ্ডিত রচন
করে যাহা, কৃষ্ণে একাগ্রচিত।

জয়দেব-বাণী সর্ব্বত যখন
শৃঙ্গার রসের ভাব বিতরণ
করিতেছে, মধু, অসাধু তখন
গরিমাশা তব, কাঁদ, রসাল,

কে দেখিবে, দ্রাক্ষে, তোমায় এখন,
হইলে, শর্করে, কর্কর যেমন,
তব রস, ক্ষীর, হইল জীবন,

সু. টি.
১। গন্ধর্ব্বকলায়—গীতবিদ্যায়।
১৪। কর্কর—কাঁকর।
১৫। জীবন—জল।

হইলে, অমৃত, বিগত-জীবন,
পশ, কান্তাধর, তুমি পাতাল।

শ্রীভোজদেবের ঔরস-সম্ভূত
শ্রীজয়দেবক, বামাদেবী-সুত,
শ্রীগীতগোবিন্দ করে প্রচার,—

পরাশর আদি প্রিয়বন্ধু যত,
কণ্ঠে তাহাদের থাকিয়া সতত
করুক বিরাজ কবিতা তার।

সুপ্রীতপীতাম্বর নামক দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।